শ্রীনরোত্তম দাসের প্রার্থনা



শ্রীশ্রীনরোত্তম দাসের প্রার্থনা

(ভাবার্থ ও টীকা সহ)

বৈষ্ণব শিরোমণি
শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর বিরচিত
ও
শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্ত্তী
সংকলিত

বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী
১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

প্রকাশক
বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী
১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

(সর্বস্বত্ব প্রকাশকের)

লেজার টাইপ সেটিং
কম্পু কম্পিউটার
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
ইউনিক প্রেস
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা।

ভূমিকা

পরমারাধ্য বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে তন্ময় হইয়া গোরাময় হয়েছিলেন। তবুও তিনি পাপী-তাপী জীবগণের শিক্ষার নিমিত্ত সকাতরে বলেছেন—হায়! আমার সেই সৌভাগ্য কবে হবে। যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গ বলতে আমার দেহ পুলকিত এবং রোমাঞ্চিত হবে। এবং 'হরি হরি' বলতে আমার নয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হবে।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি আরও বলেছেন—পরম দয়াল নিতাইচাঁদের আমার প্রতি করুণা হবে। সেদিন সংসার-বাসনা আমার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হবে। বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে আমার মন শুদ্ধ হবে। কবে আমি দেখব সেই শ্রীবৃন্দবন। কবে শ্রীরূপ গোস্বামী আর রঘুনাথ গোস্বামীর চরণকমলে গাঢ় প্রীতি জন্মাবে। কবে আমি সেই রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেমের সারমর্ম বুঝতে পারব। শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীচরণে আমার আশা যেন থাকে। অর্থাৎ আমি যেন তাঁদের শ্রীচরণকমল লাভ করি। এটাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের যে সীমাহীন ভালবাসা, যাকে 'প্রেম' নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রেম কিন্তু নিষ্কাম, সকাম নয়। তা' খাদহীন স্বর্ণের ন্যায়। কামের স্পর্শও তাতে নেই। সেই প্রেমলাভের জন্যই ভক্তগণ লালায়িত।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মাধুরীর কথা শ্রবণ করলে, লীলাগ্রন্থ পাঠ করলে, লীলাময়ের লীলার গুণকীর্তন করলেও কলি-কলুষ ধ্বংস হয়। পাপী-তাপী জীবগণ পাপ-তাপ শূন্য হয় এবং তাদের কল্যাণ সাধন হয়।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর যে সকল প্রার্থনাগুলি রচনা করেছেন। সেগুলি সংসারী জীবের পক্ষে অমৃতসম। এগুলি পাঠে মনে জাগে ভক্তিভাব। শ্রীকৃষ্ণের চরণপথে আসে শরণাগতির ভাব। মানবগণ যদি সকল কাজের মাঝেও এই সকল প্রার্থনাগুলি গান করেন, তবে তার সমস্ত পাপরাশি অগ্নিতে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভস্মীভূত হয়। সেই সঙ্গে যারা শ্রবণ করে তারাও পাপ মুক্ত হয়।

শ্রী নবদ্বীপ ধামে গৌরহরি আভির্ভূত হয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন—কলির জীবের নিস্তার নেই। তখন তিনি উদাত্তস্বরে বললেন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা।।" অর্থাৎ একমাত্র হরিনাম ভিন্ন কলিযুগে অন্য কোন গতি নাই — নাই—নাই। অতএব সবাই হরিনাম কর। জীবে দয়া কর, নামে প্রেম আনো, বৈষ্ণবের সেবা কর। এতেই তোমাদের মুক্তি হবে।

গ্রন্থখানিতে শ্রীশ্রীনরোত্তম দাসের ৩০ টি প্রার্থনা লিপিবদ্ধ এবং সমাপ্ত করা হয়েছে। আশা করি ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠ করে আনন্দ লাভ করবেন।

প্রকাশক

শ্রীশ্রীনরোত্তম দাসের প্রার্থনা

(ভাবার্থ ও টীকা)

(১)

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর।।
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব' সেই শ্রীবৃন্দাবন।।
রূপ-রঘুনাথ পদে হইব আকুতি'।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি।।
রূপ-রঘুনাথ পদে রহু' মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

গৌরাঙ্গ বলিতে ....নয়নে বহে নীর।।

ভাবার্থ—পরম বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সর্বতোভাবে গৌরাঙ্গ প্রেমে তন্ময় হইয়াও কলিহত হতভাগ্য জীবগণের শিক্ষার জন্য কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন—হায়, আমার কি সেই সৌভাগ্য হইবে, যেদিন 'গৌরাঙ্গ' নামোচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইবে। আর 'হরি হরি' বলিতে আমার দু'চক্ষে আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে। ইহাই আমার প্রার্থনা।

আর কবে .... বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।

ভাবার্থ—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আরও বলিয়াছেন— আর কতদিনে নিতাইচাঁদ আমাকে কৃপা করিবেন। কবে তাঁর অপার করুণায় আমার সংসার সুখভোগের বাসনা তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। আমি অধম, কোনও সুকৃতি নাই। কেবলমাত্র পরমদয়াল নিতাইচাঁদের কৃপাই আমার ভরসা।

বিষয় ছাড়িয়া ....শুদ্ধ হবে মন।

ভাবার্থ—তিনি আরও বলিতেছেন যে, বিষয়ের প্রতি আসক্ত থাকিলে মন অপবিত্র থাকে। এ সকল ত্যাগ করিলে মন পবিত্র হয়। মন যদি পবিত্র না হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের

রাগানুগ ভক্তির বা কৃষ্ণপ্রেমেরও উদয় সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে ভক্তচূড়ামণি শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণী-দিগগতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ।।

অর্থাৎ বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের দৃঢ় কৃষ্ণানুরাগ হওয়া তো দূরের কথা, পশ্চিমদিকে স্থিত বস্তুকে পাইবার জন্য পূর্বদিকে গমন করিতে থাকিবে, সেই বস্তু যেমন ক্রমশই দূরে পড়িয়া যায়, তাহা পাইবার সম্ভাবনা আর থাকে না, সেইরূপ বিষয়ের সেবায় রত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি বা কৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনাও ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যায়।

কবে হাম ......শ্রীবৃন্দাবন।।

ভাবার্থ—সর্বপ্রকারে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ যদি নাহি হয়, তাহা হইলে মন শুদ্ধ অর্থাৎ নির্মল হয় না, এবং শুদ্ধমন এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যতিরেকে সেই অপ্রাকৃত চিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবন দর্শন সম্ভব নহে। বিষয়-বাসনা মুক্ত না হইয়া আমরা যে বৃন্দাবন ধাম দর্শন করি, তাহা অপরাপর স্থানের ন্যায় প্রাকৃত ভূমিরূপেই দর্শন করিয়া থাকি, পরন্তু মণি-রত্নখচিত এবং অতি মনোহর অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমিরূপে দর্শন করি না। অতএব শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃত রূপ দর্শনও আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। এই অপ্রাকৃত চিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবন দর্শন বিষয়-বাসনাত্যাগী কৃষ্ণানুরাগীগণেরই হইয়া থাকে।

রূপ-রঘুনাথ .....আকুতি।

ভাবার্থ—এখানে শ্রীরূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ গোস্বামীর চরণে আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়িবার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীরূপ গোস্বামীপাদকে আদি এবং শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীপাদকে অন্ত করিয়া নরোত্তম ঠাকুর একস্থানে বলিয়াছেন।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।।

উপরোক্ত এই ছয়জন গোস্বামীকে তিনি বন্দনা করিয়াছে। এবং এই ছয়জন গোস্বামীকেই বুঝাইয়াছেন।

কবে .... যুগল পিরীতি।।

ভাবার্থ—যুগল পিরীতি অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি যে অসাধারণ প্রেম। এই প্রেম কিন্তু নিষ্কাম, ইহাতে কামের কলুষতা নাই। এইরূপ প্রেম লাভের নিমিত্ত ভক্তগণ লালায়িত হইয়া থাকেন। ভক্ত ইহা লাভ করিলে জীবের সমস্ত কামনা চরিতার্থ হইয়া থাকে।

রূপ-রঘুনাথ......আশ।
প্রার্থনা ......নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ— ভক্তপ্রবর নরোত্তম দাস ঠাকুর এখানে বলিতেছেন— শ্রী শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীপাদের শ্রীচরণে আমার যেন আশা থাকে, এবং আ আমার সর্বদাই প্রার্থনা।

১। হেরব —দর্শন করিব। ২। আকুতি — আর্ত্তি, গাঢ় প্রীতি। ৩। রহু —থাকুক।

(২)

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হয়ে প্রেমাধীন[১]।।
সযত্নে মিশায়ে গাব[২] সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দোঁহাকার রূপ গান[২]।।
রাধিকা-গোবিন্দ বলি কান্দিব উচ্চৈস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে।।
করহে করুণা এবে রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস আর শ্রীজীব জীবন।।
এবার করহ মোরে ললিতা-বিশাখা।
সখাভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা।।
সকলে করহ দয়া পূরাও অভিলাষ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ—পরম বৈষ্ণব ভক্তপ্রবর নরোত্তম দাস ঠাকুর বলিতেছেন—হে দীন দয়াল শ্রীহরি। কবে আমার সুদিন আসিবে, যেদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমাধীন হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণ ভজনা করিব। অতি যত্ন সহকারে সুমধুর তান মিশাইয়া গান করিব সেই রাধা-কৃষ্ণের গুণগান এবং তাঁহাদের রূপ কীর্তন করিব। কবে রাধিকা গোবিন্দ বলিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিব এবং আমার নয়নাশ্রুতে সকল শরীর সিক্ত হইবে। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব গোস্বামীপাদ প্রভৃতি ভক্তচূড়ামণিগণ আমার মত দীন হীনকে করুণা কর। আমাকে ললিতা বিশাখার মত সখী এবং সুবলাদির শ্রীচরণে নরোত্তম দাসের এই প্রার্থনা।

১। প্রেমাধীন —প্রেমের অধীন হইয়া। ২। দোঁহাকার রূপ গান—উভয়ের রূপ গুণগান।

(৩)

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দোঁহা অঙ্গ নিরখিব[১], দোঁহা অঙ্গ পরশিব[২],
সেবন[৩] করিব দোঁহাকার।।

রাগানুগ ভর্ত্ত বলিয়া

ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক-সম্পূট[৪] করি কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদন কমলে।।
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, সেই মোর প্রাণধন,
সেই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিত পাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তুয়া[৫] বিনে অন্য নাহি ভয়।।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু।
লোকনাথ[৬] লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।

ভাবার্থ—শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন— হে শ্রীহরি! সেই রকম দিন কি আমার হইবে। যেদিন রাধা-কৃষ্ণের উভয়কে সাক্ষাৎ দর্শন করিব, সেই যুগল অঙ্গ স্পর্শ করিব, উভয়ের সেবা করিব। ললিতা - বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের সঙ্গে আনন্দে রাধা-কৃষ্ণের সেবা করিব। নানাবিধ ফুলে মালা গাঁথিয়া দিব। সোনার কৌটাতে কর্পূর তাম্বুল ভরিয়া বদনে দিব। আমার প্রাণধন এবং আমার বাঁচিয়া থাকিবার উপায়। হে পতিতপাবন, আমাকে শুধু এই ভিক্ষা দাও। হে করুণাসাগর শ্রীগুরু, তুমিই এই অধম জনার বন্ধু, তুমি আমার গুরুদেব লোকনাথ গোস্বামী।

১। নিরখিব—দেখিব। ২। পরশি—স্পর্শ করিব। ৩। সেবন—সেবন অর্থে খাওয়া, কিন্তু এখানে সেবন অর্থে সেবা বুঝাইতেছে। ৪। কনক -সম্পূট—সোনার কৌটা। ৫। তুয়া—তুমি। ৬। লোকনাথ—নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরুদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

(৪)

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু[১]।
মনুষ্য-জনম পাঞা[২], রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।।
গোলোকের প্রাণধন[৩], হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
রতি[৪] না জন্মিল কেন তায়।
এ সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়।।

ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হৈল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।।
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত[৫],
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস গায়, না ঠেলিহ রাঙা পায়,
তুমি বিনা কে আছে আমার।।

ভাবার্থ—শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—বৃথাই এই জন্ম কাটাইলাম। দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা না করিয়া জানিয়া শুনিয়া বিষ ভক্ষণ করিলাম। হরিনাম সঙ্কীর্তন গোলোকের প্রাণধন তাতে আমার মতি কেন জন্মাইল না। এই সংসাররূপ বিষয় অনলে দিবারাত্র হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বাঁচিবার কোনও পথ করিলাম না। যিনি ব্রজের শ্রীনন্দনন্দন তিনিইতো নবদ্বীপ ধামে শ্রীশচীর তনয়, বলরাম নিতাইরূপে আবির্ভূত হইয়া, দীন-হীন, পাপী-তাপী যত ছিল, তাহাদের হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন, জগাই-মাধাইয়ের মত মহাপাপীই তো তাহার প্রমাণ। হে প্রভু! নন্দনন্দন, রাজা বৃষভানুর তনয়া সহ আমাকে এইবার কৃপা কর দয়াল, নরোত্তম দাসের এই প্রার্থনা, ও রাঙা চরণে যেন আশ্রয় পাই, পতিত অধম বলিয়া যেন দূরে ঠেলে দিও না। কারণ আমি তোমায় শরণাগত, তুমি ছাড়া আমার আর কেবা রহিয়াছে এই পৃথিবীতে।

১। গোঙাইনু—কাটাইলাম। ২। পাঞা—পাইয়া। ৩। গোলোকের প্রাণধন—গোলোকের পরমাদরের, পরমসাধনার বস্তু। ৪। রতি—মতি, আকাঙ্ক্ষা। ৫। বৃষভানুসুতাযুত—বৃষভানু-রাজনন্দিনী শ্রীমতি রাধা সহ রাজা বৃষভানু শ্রীমতি রাধার পিতা। সূর্য্যদেব কৃষ্ণের তপস্যা করিয়া বৃষভানুরূপে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৫)

হরি হরি, কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না সেবিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ[১]।।
স্বরূপ রূপ-সনাতন দাস রঘুনাথ,
ভট্টযুগল ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
কিসে মোর পূরিবেক সাধ।

আছয়ে যে যত ভক্ত, না চিন্তি[২] চরণ পথ,
না পূজিনু আমি তিল আধ।
গৌর গোবিন্দ লীলা, শুনিলে গলয়ে শিলা,
না ডুবিল তাহে মোর চিত।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ[৩], রসিক ভকতমাঝ,
সে রচিল চৈতন্য চরিত।।
তাঁহার ভক্তের সঙ্গ তাঁর সঙ্গে যার সঙ্গ,
তাঁর সঙ্গে না হৈল কেন বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঁয়ানু[৪] বৃথা,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ — ভক্তপ্রবর নরোত্তম দাস ঠাকুর নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন—হে শ্রীহরি! আমার কি মন্দভাগ্য, ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ একতিলও পূজা করিলাম না। স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, যুগল ভট্ট, ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ, এঁদের চরণসেবাও করিলাম না, আমার সাধ কিসে পূর্ণ হইবে। যত ভক্তগণ রহিয়াছেন তাঁহাদেরও পূজা করিলাম না। যে গৌর-গেবিন্দ লীলা শ্রবণ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়, তাহাতেও আমার চিত্ত ডুবিল না। ভক্তগণ মধ্যে রসিক ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভক্তগণের মধ্যেও বাস করিলাম না। কি দুঃখের কথা, বৃথা জন্ম কাটাইলাম আমাকে ধিক্—ধিক্।

১। রাগের সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাগমার্গের যে সম্বন্ধ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পতি আর আমি সখীর অনুগত গোপকিশোরীরূপে শ্রীকৃষ্ণের দাসী। এই সম্বন্ধ। মধুর ভাবের সম্বন্ধ।

স্বরূপ—শ্রীস্বরূপ—দামোদর গোস্বামী। সনাতন—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী। রূপ—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী। রঘুনাথ—শ্রীপাদ রঘুনাথ গোস্বামী। ভট্টযুগ—শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীপাদ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী। গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ ভট্ট। শ্রীজীব—শ্রীপাদ জীব গোস্বামী। ইঁহারাই সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামী। ভূগর্ভ—শ্রীপাদ ভূগর্ভ গোস্বামী। ইনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। লোকনাথ—শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী। ইনি অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। ইনিই নরোত্তম দাস ঠাকুরের দীক্ষাগুরু।

২। না চিন্তা না করিয়া। ৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ—ইনি চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা। ৪। গোঁয়ানু—কাটাইলাম।

(৬)

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল[১], গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলাসহি[২] মোর।।

বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তি-রস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মননিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতরা[৩], তাহে মোর মন ভোরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ—শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুই আমার ধন-সম্পদ, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমার প্রভু, স্বামী। ব্রজের সেই যুগল কিশোর আমার প্রাণ। অদ্বৈত আচার্য্য আমার শক্তি, গদাধর আমার কুল, নরহরি ঠাকুরই আমার বিশ্বাস। বৈষ্ণবের চরণধূলিতেই আমার স্নানক্রীড়া এবং বৈষ্ণবের নামই আমার তর্পণ। এই বিচার মনে করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণকে মধ্যস্থ রাখিলাম। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদেই আমার মন একনিষ্ঠ। বৈষ্ণবের নামগানেই আমার আনন্দ। বৃন্দাবনের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতেই আমার মন পরিপূর্ণ। দীনহীন নরোত্তম দাসের ইহাই প্রার্থনা।

১। বল—শক্তি। ২। বিলাসহি—বিলাস। ৩। চৌতরা—বৃন্দাবনের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি।

(৭)

রাধাকৃষ্ণে নিবেদন যেইজন করে,
দোঁহে দোঁহা রসময়, সকরুণ সে হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে[১]।।
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, হে গোপী প্রাণবল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি[২]।
হেন গৌর শ্যামরায়, শ্রবণে[৩] পরশ তায়,
গুণ শুনে জুড়াবে পরানী[৪]।।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পূরাও মনোসাধে।।

ভাবার্থ—ভক্তপ্রবর নরোত্তম দাস ঠাকুর করযোড়ে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া বলিতেছেন, রাধাকৃষ্ণে যে ভক্ত নিবেদন করে, দু'জনেই পরম দয়াল, অতএব হে প্রভো! কৃপা করে একবার আমার কথায় কর্ণপাত কর। হে গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, হে গোপীপ্রাণবল্লভ,

হে কৃষ্ণপ্রিয়াগণের শিরোমণি শ্রীরাধিকা! স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল শ্রীরাধিকার এবং শ্যামকা[ন্তি] শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে শ্রবণ করে অর্থাৎ কর্ণে প্রবেশ করে, তবে তাহার প্রাণ শীতল হ[য়।] জয় শ্রীরাধে, জয় শ্রীকৃষ্ণ, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবনে প্রচার রহিয়াছে যে, যাহ[া]র অন্য কোন গতি নাই, সেইরূপ অধম-পতিত মহাপাপী ব্যক্তির প্রতিও তোমাদের হৃদ[য়ে] করুণা রহিয়াছে। আমি তাহা শুনিয়া তোমাদের শরণাপন্ন হইলাম, তোমরা আমায় র[ক্ষা] কর। ইহাই আমার প্রার্থনা।

১। অবধান কর নাথ মোরে—হে প্রভো কৃপাপূর্বক একবার আমার কথায় কর্ণপাত কর।
২। কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের শিরোমণিস্বরূপ শ্রীরাধিকা।
৩। শ্রবণে—কর্ণে ; কানে। ৪। পরানী—প্রাণ, পরাণ।

(৮)

তুয়া[১] প্রিয় পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
ওহে প্রভু করুণার নিধি[২]।
পরম মঙ্গল যশ[৩], শ্রবণে পরম রস,
করি কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি।।
প্রাণেশ্বর, নিবেদন চরণকমলে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ[৪],
গোপীকুল প্রিয়[৫] দেহ বলে।।
তুয়া বিস্মরণ[৬] শেল বুকে।
জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল[৭] সুখে।।
মো বড়ী অধম জনে, কর কৃপা নিজগুণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌরাঙ্গধাম,
নরোত্তম লইল শরণে।।

ভাবার্থ—শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শরণ ল[ইয়া] বলিতেছেন—হে প্রিয়! হে প্রাণবল্লভ বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ! তোমার শ্রীপাদপদ্ম সেবা[রূপ] অমূল্য সম্পদ আমাকে প্রদান কর। তোমার পরম মঙ্গলময় যশোকীর্তন শ্রবণ করিলে[ই] পরমানন্দময় প্রেমরস লাভ হইয়া থাকে। তাহা লাভ করিলে কোন্ কার্য্য না সিদ্ধ হ[ইয়া] থাকে। দেবতাদিগের দুর্লভ বস্তু প্রেমরত্ন পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। হে গোকুলচন্দ্র গো[বিন্দ!] তুমিই পরমানন্দের মূল স্বরূপ। হে শ্রীকৃষ্ণ! বলিয়া দাও। নিদারুণ সংসারে বিষয়ের [প্রতি] চিত্ত আকৃষ্ট, তদুপরি তোমাকে বিস্মরণের শেল বুকে বিদ্ধ, তনু-মন জর্জরিত, স[র্বদা]

অজ্ঞানভাবে, বাঁচিয়াও মরণ হইল। অতএব, আমার মত অধম ব্যক্তিকে নিজগুণে কৃপা পূর্বক শ্রীচরণের দাস করিয়া রাখ বৃন্দাবনেতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু! তোমার চরণে নরোত্তম দাস শরণ লইল।

১। তুয়া—তোমার। ২। করুণার নিধি—কৃপার সমুদ্র। ৩। মঙ্গল যশ—মঙ্গলকারক যশোগাথা, গুণকীর্তন। ৪। পরম আনন্দকন্দ—পরমানন্দের মূল স্বরূপ। ৫। গোপীকুল প্রিয়—গোপীকুলের পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ। ৬। তুয়া বিস্মরণ—তোমাকে ভুলিয়া যাওয়া।

(৯)

শ্রীগোবিন্দ, কৃপা করি রাখ নিজপদে।

কাম-আদি ছয় জনে[১], লয়ে ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায়[২] নানামতে।।
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।।
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর[৩] গলায় বান্ধিয়াঞ্চ
দৈবমায়া[৪] বলাৎকারে,[৫] **খসাইয়া সেই ডোরে,**
ভবকূপে[৬] দিলেক ডারিয়া[৭]।।
পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনারে কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিবে ভাল, নতুবা পরাণ গেল।
কহে দীন দাস নরোত্তমে।।

ভাবার্থ—ঠাকুর নরোত্তম দাস দীন-হীনের ন্যায় বলিতেছেন— হে শ্রীগোবিন্দ! কৃপা করিয়া আমাকে তোমার শ্রীচরণে ঠাঁই দাও। কাম ক্রোধাদি ছয়টি রিপু আমাকে নানা জায়গায় ঘুরাইয়া মারিতেছে। মায়ায় বদ্ধ হইয়া, নানারূপ বাসনার ফলে বিষয় ভোগ করাইতেছে, তোমার চিন্তাও করি নাই। অর্থলাভের আশায় ভণ্ড বৈষ্ণব সাজিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। অনেক দুঃখের শেষে যদিও তোমার করুণাডোর গলায় বান্ধিয়া ব্রজধামে লইয়া গিয়াছিলে, কিন্তু দেবমায়ায় বলপূর্বক সেই করুণাডোর খসাইয়া আবার এই ভবসাগরে ফেলিয়া দিল। হে প্রভু! যদি পুনরায় এই অধমের চুলের মুষ্টি ধরিয়া ব্রজধামে টানিয়া লও, তবেই ভাল, তাহা না হইলে এই অধম দীনহীন জনের প্রাণ যাইবে। হে প্রভু! দীন-হীন নরোত্তমের এই প্রার্থনা।

১। কাম-আদি ছয় জনে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য— এই ছয়টি। ২। ভুঞ্জায়—ভোগ করায়। ৩। কৃপাডোর—কৃপারূপ রজ্জু বা দড়ি। ৪। দৈবমায়া—শ্রীভগবানের ইহা দৈবী অর্থাৎ অলৌকিকী। এই মায়া জীবকে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মরণ করাইয়া বিষয়ে মুগ্ধ করিয়া রাখি শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

শ্রীভগবান বলিলেন—আমার এই দেবী মায়ার হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ইহাকে কেহ এ পারে না। তবে যাহারা একাগ্র চিত্তে আমার শরণাগত হয়, তাহারা মায়ায় বদ্ধ হয় না।

৫। বলাৎকারে—জোরপূর্বক। ৬। ভবকূপে—সংসাররূপ গর্তে। ৭। ডারিয়া—ফেলিয়া।

(১০)

পতিতপাবন প্রভু মদনগোপাল।

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, তুমি অনাথের নাথ,
কৃপা কর এই অধমেরে।
সংসার-সাগর ঘোরে, পড়িয়াছি এইবারে,
কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে।।
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ালঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে, ফেল লয়ে বৃন্দাবনে,
বংশীবট যেন দেখি সুখে।।
কৃপা কর আইগুরি[১], লহ মোরে কেশ ধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া।
অনেক দিনের আশ[২], না করিহ নৈরাশ[৩],
দয়া কর না করিহ মায়া।
অনিত্য শরীর ধরি, আপন আপন করি,
পাছে আছে শমনের[৪] ভয়।
নরোত্তম দাসের মনে, প্রাণ কাঁদে রাত্রিদিনে,
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়।।

ভাবার্থ—ঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন—হে পতিতপাবন প্রভু মদনগোপাল! শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, তুমি অনাথের নাথ, আমার প্রতি করুণা কর। আমি অধম-চণ্ডা ঘোর সংসার সাগরে পড়িয়া ছটফট করিতেছি। আমাকে তুমি করুণার ডোরে বাঁধি লও। যেন বৃন্দাবনে পরম সুখে বংশীবট দর্শন করিতে পারি। যেন চুপি চুপি অগ্রসর হই আমার কেশ ধারণ করিয়া গ্রহণ কর। হে শ্রীযমুনা! তোমার শ্রীচরণ ছায়া আমাকে দা হে প্রভু! আমার অনেক দিনের আশায় নিরাশ করিও না, আমাকে দয়া কর, মায়া করি

না। নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া শুধুই আপন আপন করিতেছি কিন্তু পশ্চাতে মৃত্যুভয় রহিয়াছে। অতএব হে গোবিন্দ! দিবারাত্রি আমার প্রাণ কাঁদিতেছে, যদি ব্রজধাম না লাভ করিতে পারি।

১। আইগুরি—গুড়ি মারিয়া অর্থাৎ চুপি চুপি অগ্রসর হইয়া। ২। আশ—আশা, বাসনা। ৩। নৈরাশ—নিরাশা। ৪। শমনের—যমের (এস্থলে মৃত্যুর)।

(১১)

ওরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ।

না ভজিয়া গেনু দুঃখে, ডুবি গৃহ-বিষকূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ[১]।।
তাপত্রয়[২] বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশেন্দ্রিয় হৈল[২], গোরাপদ পাসরিল[৩],
বিমুখ হৈল ধন।।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে[৪] লও রে শরণ।
পামর দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল;
তারা হৈল পতিত পাবন।।
গোরা দ্বিজ নটরাজে[৫], বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসারে শমন।
নরোত্তম দাস কয়, গোরা মম কেহ নয়,
না ভজিতে দেন প্রেমধন।।

ভাবার্থ—ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিতেছেন—ওরে ভাই, আমার শ্রীগৌরাঙ্গের চরণপদ্ম ভজনা কর, আমি গৃহরূপ বিষগর্তে পড়িয়া না ভজিয়া দুঃখ পাইতেছি। পঞ্চপ্রাণ আমার দগ্ধ হইল। বিষরূপ ত্রিতাপ অগ্নিতে দিবারাত্রি হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে এবং দেহ চেতনাহীন হইতেছে। ইন্দ্রিয় সকল রিপুর বশবর্তী হইয়া গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ ভুলাইয়া দিল। শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়ের শ্রীপাদপদ্ম, ভয়-লাজ-লজ্জা ত্যাগ করিয়া শরণ লহ। যত পামর দুর্মতিদিগের শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্ধার করিয়াছেন, তারাই পতিত-পাবন হইয়া গেল তাঁর কৃপায়। শ্রীগৌরাঙ্গ নটরাজাধি-রাজকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে বাঁধলে যম কি করিতে পারে? অতএব আমার গোরা সম আর কেহ নাই। তাহার শরণ লহ।

১। পাঁচ পরাণ—পঞ্চপ্রাণ, দেহস্থিত—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর নাম পঞ্চপ্রাণ। ২। রিপুবশেন্দ্রিয় হৈল—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি দেহের দশটি ইন্দ্রিয়-কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর বশবর্তী হইল। ৩। পাসরিল—ভুলিয়া গেল। ৪। কায়মনে—দেহে এবং মনে। ৫। গোরা দ্বিজ নটরাজে—

নটরাজ যেরূপ তাঁহার রঙ্গভূমির আশ্রিত সকলকে রক্ষা করেন, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ নটরাজাধিরাজ দৃঢ়রূপে হৃদয়মাঝে বন্ধন করিলে অর্থাৎ তাঁহার চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহার আশ্রিতগণ সংসাররূপ শমনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, আর তাহাদের সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না

(১২)

নিতাই পদকমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল[১],
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা-কৃষ্ণ পাইতে নাই[২],
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলি মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুল[৩] কি করিবে তার।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাই পদ পাসরিয়ে,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁর চরণ দু'খানি।।
নিতাই চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।।

ভাবার্থ—ঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন—আমার নিতাইচাঁদের চরণকমল কোটি চ… ন্যায় সুশীতল, তাহাতে জগৎ জুড়াইয়া যায়। একমাত্র নিতাইচাঁদের করুণা ছ… রাধা-কৃষ্ণকে লাভ করা সম্ভব নহে। অতএব দৃঢ়ভাবে নিতাইচাঁদের চরণে আশ্রয় লহ। … ব্যক্তির সে সম্বন্ধ নাই, তার বৃথাই জন্ম এবং সে পশু দুরাচার। নিতাইচাঁদের নাম মুখে … বলে সারা সংসার সুখে মজিয়া থাকে, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, নিতাইচাঁদের চরণক… ভুলিয়া ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া যে ব্যক্তি মানে, তাহার পাণ্ডিত্যে এবং কুলে কি … হইবে? অতএব যদি ব্রজের রাধা-কৃষ্ণ পাইবার আশা কর, তাহা হইলে নিতাইচাঁ… চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ কর। দীন-দুঃখী নরোত্তম ঠাকুরের ইহাই প্রার্থনা।

১। কোটি চন্দ্র সুশীতল—চন্দ্র অত্যন্ত শীতল। সেই কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। ২। রাধা… পাইতে নাই—শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লাভ করা যায় না। ৩। বিদ্যা-কুল—বিদ্যা এবং কুল, বিদ্যা অর্থাৎ পা… কুল অর্থে উচ্চবংশ।

(১৩)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে।
পতিত পাবন হেতু তব অবতার[১]।
মো সম[২] পতিত প্রভু না পাইবে আর।।
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী[৩]।
কৃপাবলোকন[৪] কর আমি বড় দুঃখী।।
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোঁসাই।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই।।
হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা হা প্রভু লোকনাথ।।
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র[৫] সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ—ঠাকুর নরোত্তম দাস প্রার্থনা করিতেছেন— হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু! আমাকে দয়া কর। তোমা ছাড়া এই ত্রিজগৎ সংসারে আর কেবা দয়ালু রহিয়াছে। অধম-পতিত গণের উদ্ধারের জন্যই তো তুমি নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমার ন্যায় পতিত জন আর একটিও নাই অতএব আমাকে উদ্ধার কর। হে প্রেমানন্দে সুখী প্রভু নিত্যানন্দ! আমি অত্যন্ত দুঃখী, আমার প্রতি তুমি কৃপাদৃষ্টি কর। হে সীতানাথ অদ্বৈতাচার্য্য! তোমার কৃপায় যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে লাভ করিতে পারি। হে স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ, ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হে প্রভু লোকনাথ, হে শ্রীনিবাস আচার্য্য, আমার প্রতি কৃপা কর। দীন নরোত্তম শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছে।

১। পতিত পাবন হেতু তব অবতার—অধম-পতিত গণের উদ্ধারের হেতু তুমি শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছ। ২। মো সম—আমার সমান। ৩। প্রেমানন্দ সুখী—প্রেমানন্দে যিনি সদাই বিভোর বা সুখী। ৪। কৃপাবলোকন—কৃপা-দৃষ্টিতে দেখা। ৫। রামচন্দ্র—শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ। ইনি পরম বৈষ্ণব সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ দাসের ভ্রাতা। ইনি ঠাকুর নরোত্তম দাসের অভিন্ন হৃদয় ছিলেন। ঠাকুর নরোত্তম যখন এই প্রার্থনা পদটি রচনা করেন, সেই সময় রামচন্দ্র গুরুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন।

(১৪)

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্মল[১] ভেল[২] তার।।

যে গৌরাঙ্গ নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি[৩] যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে[৪], নিত্যলীলা তার স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী।
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্যসিদ্ধ[৫] করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত[৬] পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি[৭],
তার হয় ব্রজভূমে বাস।।
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে[৮], সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।।

ভাবার্থ—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমলকে যিনি য সর্বস্ব বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনিই ভক্তিরসের সারমর্ম অর্থাৎ ভক্তিরস যে কি অপূর্ব ম পরম পদার্থ তাহা বুঝিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মধুময় লীলাগুণগান যিনি শ্রবণ করিয়াছে তাঁহার হৃদয় নির্মল হইয়াছে। যে ব্যক্তি গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে, তাঁহার কৃষ্ণ প্রেমো হইয়া থাকে। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গই তো জগতে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেন। সেজন্য যি গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকেন, তাঁহাকে আমি বলিহারী যাই। শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ-কীর্তন শ্রব যাহার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়, সেই নিত্যলীলা বুঝিতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গে লীলাও নিত্যলীলা এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজলীলাও নিত্যলীলা। দু'টিই অভিন্ন ব শুধুমাত্র রূপভেদ। ঠাকুর নরোত্তম এখানে নিত্যলীলা অর্থে ব্রজলীলাকেই বুঝাইয়াছে শ্রীগোরাচাঁদ ব্রজের মধুময়লীলা জগতে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের আ ভিন্ন ব্রজলীলার মধুর স্বাদ কাহারও ভাগ্যে লাভ হইতে পারে না। গৌরাঙ্গের সঙ্গি অর্থাৎ—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, স্বরূপ-দামোদর, নরহরি, শ্রী সনাতন প্রভৃতি গৌর পার্ষদবর্গকে যিনি নিত্য পরিকর, প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলা যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদবর্গের ন্যায় ব্রজপার্ষদবর্গকেও নিত্যসিদ্ধ ও অভিন্ন বলি মনে করেন, সে ব্রজেন্দ্র, অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দনের কাছে যাইতে পারে। যে ব্যক্তি গৌরম ভূমি, অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপধামকে শ্রীবৃন্দাবনধামের ন্যায়ই অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও সর্বাভীষ্টপূর্ণ চিন্তামণি ভূমি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন। শ্রীবৃন্দাবনকে বহুশাস্ত্রে চিন্তামণিভূমি ব বর্ণিত করা হইয়াছে। পরন্তু শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপ স্বরূপতঃ অভিন্ন। শ্রীবৃন্দাব

শ্রীনবদ্বীপকে কদাচ অভিন্ন জ্ঞান করিতে নাই। গৌরাঙ্গ প্রেমরসের সমুদ্রের তরঙ্গে যে ডুবিয়া যায়। সে শ্রীরাধামাধবের একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রেমসঙ্গ লাভ হয়।

হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন আমরা গৌরাঙ্গের নাম অসংখ্য বার করিতেছি—কিন্তু প্রেম তো হইল না। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে—অপরাধমুক্ত না হইয়া নাম লইলে, নামের প্রধান ফল যে প্রেম তাহা লাভ করা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—

এক কৃষ্ণনামের ফল পাই এত ধন।।
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তথাপি না হয় প্রেম না বহে অশ্রুধার।।
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর।।

কৃষ্ণনাম এবং শ্রীগৌরাঙ্গের নাম অভিন্ন জানিতে হইবে। অপরাধ যাহাতে নাহি হয়, এইরূপভাবে সতর্কতার সহিত নাম গ্রহণ করিলে সুনিশ্চয় প্রেমলাভ হইবে। উপরন্তু একান্তভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম আশ্রয় করিলে ঐ নামের গুণেই সর্ব অপরাধ ভঞ্জন হইয়া থাকে এবং প্রেম প্রদান করিয়া থাকে।

ঠাকুর নরোত্তম দাস তাঁহার এই প্রার্থনা পদটির দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্য সম্বন্ধ। ইহাদের একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যটি লইয়া থাকা চলিতে পারে না। এইরূপ থাকিলে সম্পূর্ণরূপে লীলামাধুর্য্য রসাস্বাদন করা সম্ভব হয় না। অতএব শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

১। নির্মল—বিশুদ্ধ, ক্লেদহীন। ২। ভেল—হইল। ৩। মুঞি—আমি। ৪। ঝুরে—অশ্রুজল প্রবাহিত হয়, এখনে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়। ৫। নিত্যসিদ্ধ—নিত্য পরিকর, প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই যাঁহারা নিত্য সহচর। ৬। ব্রজেন্দ্রসুত—গোপরাজ নন্দকে ব্রজেন্দ্র অর্থাৎ ব্রজের অধিপতি বুঝাইতেছে। তাঁহার সুত অর্থাৎ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। ৭। চিন্তামণি—রত্ন বিশেষ, যাহা দ্বারা সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। ৮। গৌরপ্রেম-রসার্ণবে—গৌরাঙ্গের প্রেম-রূপ রসের সাগরে।

(১৫)

ঠাকুর বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই হয়ে একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে[১], তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।।

বৈষ্ণব চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত।
বৈষ্ণব চরণ জল, কৃষ্ণভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।।
তীর্থজল ত্রিভুবনে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রকরণ।
বৈষ্ণবের পদোদক, ভূষণ করি মস্তক,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ।।

ভাবার্থ—শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরের পাদপদ্ম পৃথিবীর সুসম্পদ স্বরূপ, কারণ বৈষ্ণ[বের] পদাশ্রয় করিলে জীবগণের সর্ববিঘ্ন দূর হইয়া অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, সর্বপ্র[কার] অমঙ্গল দূরে যায়। যে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় করে, তাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন কখনও ত্য[াগ] করেন না। এতদ্ব্যতীত আর সবই অকারণ জানিবে। বৈষ্ণবের চরণধূলি মস্তকে ধারণ ক[রা] ব্যতীত আর কোনও ভূষণ অর্থাৎ সাজসজ্জার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণবের চরণজলে কৃষ্ণভ[ক্তি] দিতে শক্তি যোগায়, এতদ্ব্যতীত আর কেহই শক্তিমান নহে। তীর্থজল পবিত্র বলি[য়া] পুরাণাদিতে উল্লেখ থাকিলেও তাহা দ্বারা পুণ্য লাভ হয় বটে, কিন্তু ভক্তি লাভ হয় [না।] বৈষ্ণবের চরণজল মাথায় ধারণ করিলে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থী ভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।।

অর্থাৎ পরম ভাগবত শ্রীবিদুর সমস্ত পরিক্রমা করিয়া ফিরিয়া আসিলে, যুধি[ষ্ঠির] তাহাকে বলিলেন—হে পিতৃব্য! আপনার ন্যায় ভাগবতগণই স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। আপনা[রা] শ্রীকৃষ্ণকে সদা-সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। সেজন্য পাপীগণের পাপে মা[লিন্য] তীর্থসকলকে আপনারাই পুনরায় পবিত্র করিয়া থাকেন। অতএব আপনার তীর্থ ভ্রমণে[র] আর কি প্রয়োজন?

বৈষ্ণবের সঙ্গে মন থাকিলে, সদা আনন্দ লাভ হয় এবং সর্বদা কৃষ্ণ কথানুশী[লন] হইয়া থাকে। দীন নরোত্তম দাস ঠাকুর কান্দিয়া বলিতেছেন—আর আমার হৃদয় ধৈ[র্য] মানিতেছে না। আমার কেন এইরূপ দুর্দশা হইল।

১। ভুজে—ভজন করিলে। ২। চরণ-রেণু—চরণধূলি। ৩। বিনু—বিনা। ৪। আর নাহি ভূষণের অন্ত—অন্য কোন ভূষণের আর প্রয়োজন নাই। ৫। বলবন্ত—শক্তিমান। ৬। কৃষ্ণ-পরসঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের কথানুশীলন। ৭। মোর দশা হৈল কেন ভঙ্গ—আমার এমন দুর্দশা কেন হৈল।

(১৬)

যে আনিলা প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য্য ঠাকুর[1]।।
কাঁহা[2] বংশী স্বরূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন।।
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ[3]।
এককালে কাঁহা গেলা গৌর নটরাজ।।
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব[4]।
গৌরাঙ্গ সুখের নিধি কোথা গেলে পাব।।
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস[5]।
সে সঙ্গ না পেয়ে কান্দে নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ—প্রেমরূপ অমূল্য সম্পদ এবং প্রচুর করুণা যিনি আনিলেন সেই আচার্য্য ঠাকুর অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্য কোথায় গেলেন। কোথায় বংশী, কোথায় সনাতন, কোথায় দাস রঘুনাথ পতিতপাবন, কোথায় ভট্টযুগ, কোথায় গেলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, একসঙ্গে কোথায় গেলেন গোরাচাঁদ নটরাজ! আমি পাষাণে মাথা কুটিব, আগুনে প্রবেশ কবির। কোথায় গেলে আমার সুখের সাগর শ্রীগৌরাঙ্গকে পাইব। সেইসব সঙ্গিগণ সহ যে বিলাস অর্থাৎ বিহার করিয়াছেন, সে সঙ্গ না পাইয়া ঠাকুর নরোত্তম দাস কান্দিয়া আকুল হইতেছেন।

১। আচার্য্য ঠাকুর—শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভু। ২। কাঁহা—কোথায়। ৩। কাঁহা কবিরাজ—কোথায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। ৪। পশিব—প্রবেশ করিব। ৫। বিলাস—বিহার।

(১৭)

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি মুঞি[1] নিবেদন,
মো[2] বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার নিধি[3], তাতে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার।।
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম জ্ঞান,
সদাই করম-পাশে[4] বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ[5], যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতর তেঁহ[6] কান্দে।।

কাম-ক্রোধ-মদ যত[৭], নিজ অভিমান তত,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন[৮] আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ-বিপথ নাহি মানে।।
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া[৯] পদ না করিনু আশ।
নরোত্তম দাস কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়,
এইবারে তরায়ে লহ পাশ।।

ভাবার্থ — হে ঠাকুর বৈষ্ণবগণ। আমি এই নিবেদন করিতেছি, আমি অত্যন্ত অধম দুরাচার। দারুণ সংসার সাগরে বিধাতা আমাকে ডুবাইয়াছে, তোমরা আমার কেশাকর্ষণ পূর্বক পার কর। বিধাতা অতীব শক্তিশালী। ধর্ম বা জ্ঞানের কথা শুনিতে চাহে না, সর্বদা কর্মরূপ রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখে। তাহা হইতে ত্রাণ লাভ করিবার উপায় দেখিতেছি না সেজন্য এই অনাথ কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর সঙ্গে আপন অভিমান যুক্ত হইয়া যে যাহার নিজ নিজ স্থানে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমিও অন্ধের ন্যায় সুপথ-বিপথ না মানিয়া ফিরিতেছি। সৎসঙ্গ না করিয়া আমার অসতে চিত্ত মজিল, তোমাদের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভের আশা করিলাম না। এখন সব দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতেছে, এবার এই দীন নরোত্তম দাসকে ত্রাণ করিয়া কাছে টানিয়া লও।।

১। মুঞি—আমি। ২। মো—আমি। ৩। সংসারনিধি—সংসাররূপ অগাধ সমুদ্র। ৪। তারণ লেশ—ত্রাণ পাইবার বিন্দুমাত্র আশা। ৫। করম পাশে—কর্মরূপ রজ্জুতে। ৬। তেঁই—তাই, সেজন্য। ৭। কাম-ক্রোধ-মদ যত—কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুগণ। ৮। ঐছন—সেইরূপ। ৯। তুয়া—তোমার।

(১৮)

হরি হরি বড় দুঃখ রৈল মোর মনে।
পাইয়া দুর্লভ তনু[১], শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু[২],
হেন জন্ম গেল অকারণে।।
শ্রীনন্দ-নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি[৩],
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
আমি যে অধম অতি, বৈষ্ণবে না হৈল রতি[৪],
তেকারণে[৫] করুণা নহিল।।

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল রতি মতি।
দিব্য চিন্তামণি নাম, বৃন্দাবন যার ধাম,
হেন স্থানে নহিল[৬] বসতি।
ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে, জীবের উচিত নহে,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন—হে শ্রীহরি! আমার মনে বড় দুঃখ রহিয়া গেল। দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন বিনা এই জন্ম অকারণে গেল। শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীহরি নবদ্বীপে গোরারূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে প্রেম দান করিলেন। কিন্তু আমার ন্যায় অধমের বৈষ্ণবে ভক্তি জন্মিল না। সেই কারণেই করুণা লাভ করিতে পারিলাম না। স্বরূপ, সনাতন, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ, ভট্টযুগ প্রভৃতির প্রতি ভক্তি এবং মতি হইল না। এখানে ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—বৈষ্ণবদিগের শ্রীচরণপথে ভক্তি না হইলে ভজন-সাধন সমস্তই বিফল হইয়া যায় এবং কদাচ শ্রীভগবানের কৃপা লাভ হয় না। আদিপুরাণে বলা হইয়াছে—

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্মঃ বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্য বৈষ্ণবঃ পরমো গুরু।।
বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয়! মা ভজস্থানাদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্বে সর্বদেবমিদং জগৎ।।

অর্থাৎ—বৈষ্ণব সেবা করাই পরম ধর্ম, বৈষ্ণব সেবাই পরম তপস্যা, বৈষ্ণবই হইতেছেন পরম আরাধনার বস্তু এবং বৈষ্ণবই হইলেন পরম গুরু। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি বৈষ্ণবগণের ভজনা কর। অন্য দেবতার ভজনার প্রয়োজন নাই। পুনরায় বলিতেছি—বৈষ্ণবগণই জগতের সর্বদেবতা স্বরূপ।

দিব্য চিন্তামণি নামে শ্রীবৃন্দাবন যাহার বাসস্থান, সেখানে বাস করা হইল না। বৈষ্ণব সেবা ছাড়িয়া কোন্ ব্যক্তি নিস্তার পাইয়াছে? সেইজন্য দিবারাত্র মনে দুঃখ হইতেছে। অতএব, নরোত্তম দাস ঠাকুর বলিতেছেন—শ্রীগুরু এবং বৈষ্ণব সেবা ভিন্ন জীবের অন্য কিছু করা উচিত নহে।

১। দুর্লভ তনু—দুর্লভ মানব দেহ। ২। শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু—শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ছাড়া। ৩। অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া ৪। রতি—ভক্তি। ৫। তেকারণে—সেইজন্য। ৬। নহিল—হইল না।

(১৯)

হরি হরি, আর কি এমন দশা হবে।
এ ভব সংসার ত্যজি[১], পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজধামে যাবে।।
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সে ধূলি মাখিব কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হয়ে, রাধাকৃষ্ণ নাম লয়ে,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায়[২]।।
নিভৃত[৩] নিকুঞ্জে[৪] গিয়ে, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হয়ে,
ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ[৫] করিব নীরে,
কবে পিব[৬] করপুটে[৭] তুলি।।
আর কবে এমন হব[৮], শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
সখীর অনুগা[৯] হয়ে, কুঞ্জসেবা লব চেয়ে,
দোঁহে[১০] ডাকিবেন, সখি আয়।।
কিবা গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
রাধাকুণ্ডে করিব প্রণাম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
এই আশা করে নরোত্তম।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম দাস ঠাকুর দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—হে শ্রীহরি! আর কি আমার সে ভাগ্য হইবে এই ভব-সংসার ত্যাগ করিয়া কবে আর ব্রজভূমে যাইব। সেই সুখময় বৃন্দাবন ধাম কবে দর্শন করিব এবং ব্রজধূলি সর্বাঙ্গে মাখিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম লইয়া প্রেমে গদগদ হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বেড়াইব। নির্জন নিকুঞ্জে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া 'হা রাধানাথ' বলিয়া ডাকিব। কবে শ্রীযমুনার তীরে যাইয়া তাহার জল স্পর্শ করিব এবং অঞ্জলি ভরিয়া পান করিব। আর কবে সেদিন হইবে, যেদিন শ্রীরাসমণ্ডলে গিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিব। কবে আর সখীগণের আজ্ঞাবাহী হইয়া কুঞ্জসেবা চাহিয়া লইব। কবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ উভয়ে 'সখী আয়' বলিয়া আমাকে ডাকিবেন। সেই গোবর্দ্ধন গিরি কবে দর্শন করিব, কবে রাধাকুণ্ডে প্রণাম করিব। কবে ব্রজধামে ভ্রমণ করিতে করিতে এই দেহ পতন হইবে। নরোত্তম দাস ঠাকুরের এই বাসনার কথা তিনি তাঁর রচিত প্রার্থনা

পদাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন।

১। ত্যজি—ত্যাগ করিয়া। ২। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে। ৩। নিভৃত—নির্জন। ৪। নিকুঞ্জ—বনে অথবা উপবনে বা উদ্যানে লতাপাতা দ্বারা গঠিত গৃহ বা কুটিরে। ইহাকে কুঞ্জ বা নিকুঞ্জও বলা হয়। ৫। পরশ—স্পর্শ। ৬। পিব—পান করিব। ৭। করপুটে—দু'হাত ভরিয়া, অঞ্জলি করিয়া। ৮। হব—হইবে। ৯। অনুগা—আজ্ঞাবাহী। ১০। দোঁহে—দুইজনে অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ উভয়ে একত্রে।

(২০)

হরি হরি, মোর করম অভাগী[১]।

বিফলে জনম গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল[২] হরি অনুরাগী।।
যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান, পুণ্যকর্ম ধর্মজ্ঞান[৩],
অকারণ সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে[৪]।
সাধুমুখে কথামৃত[৫], শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণ।
সতত অসৎ সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন।।
শ্রুতি-স্মৃতি[৬] সদা কয়, শুনিয়াছি এই হয়,
হরিপদ অভয় শরণ[৭]।
জনম লইয়া সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,
চিত্তে কর ওরূপ ভাবন।।
রাধাকৃষ্ণ পদাশ্রয়, তনু-মন রহ তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তম দাস কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিতেছেন— হে শ্রীহরি! আমার কর্ম অতি মন্দ। এই জনম বিফলে গেল বলিয়া হৃদয়ে শেল বিঁধিয়া রহিল, শ্রীহরির অনুরাগী হইল না। যজ্ঞ-দান প্রভৃতি এবং পুণ্যকাজ ও ধর্মজ্ঞান সমস্ত মোহবশে অকারণে গেল। ইহা যেন নানা অলঙ্কারে ভূষিত উলঙ্গ থাকার ন্যায় উপহাসের বিষয় হইল। সাধুগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান শুনিয়াও অপরাধের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধ হইল না। সর্বদা অসৎ সঙ্গে সব নষ্ট হইয়া গেল, এখন শমন আসিলে কি করিব? শ্রীহরির অভয় চরণে আশ্রয় লইবার কথা সর্বশাস্ত্রে বলিয়াছে। তাই বলি ওরে মন, মানব জন্ম পেয়ে মনের সুখে রাধা-কৃষ্ণ

বল। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে, দেহ-মন তাহাতেই রাখ, সমস্ত বাসনা ত্যাগ কর। ঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন—আর আমার কোন ভয় নাই, আমি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম।

১। অভাগী—মন্দ। ২। নাহি ভেল—হইল না। ৩। ধর্মজ্ঞান—এখানে ধর্মজ্ঞান অর্থে ঠাকুর নরোত্তম ভগবদ্ভক্তি বুঝাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ" অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তিই ধর্ম। অতএব ভগবদ্ভক্তিই ধর্ম। কাজেই 'ধর্মজ্ঞান', অর্থে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি বুঝাইতেছে। ৪। বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে—উলঙ্গ অবস্থায় গহনা পরিলে লোকে যেমন উপহাস করিয়া থাকে, অর্থাৎ গহনা পরাই বৃথা হয় সেইরূপ শ্রীহরির ভজন না করায় আমার সমস্ত পুণ্যকর্ম ও সৎজ্ঞান সবই বৃথা হইয়া গেল। কারণ তাহাতে আমার পরম পদ লাভ সম্ভব নহে। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোক-রঞ্জনং।।

—শ্রীহরিভক্তিসুখোদয়।

অর্থাৎ নিষ্প্রাণ দেহে অলঙ্কার পরান যেমন লোক দেখানোর জন্যই হইয়া থাকে সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিহীন হইলে উচ্চজাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ-তপ সমস্তই বিফল হইয়া যায়। ৫। কথামৃত—অমৃতময় কৃষ্ণকথা এবং উপদেশ। ৬। শ্রুতি-স্মৃতি—বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র। ৭। হরিপদ অভয় শরণ—শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণ লইলে আর কোনও ভয় থাকে না।

(২১)

হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা[১]।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা।।
ধন-জন পুত্র-দারে[২], এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত করিয়া[৩] কবে যাব।
সর্ব দুঃখ পরিহরি, ব্রজপুরে বাস করি,
মাধুকরী[৪] মাগিয়া খাইব।।
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতুহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া।।
ভ্রমিয়া দ্বাদশ বনে[৫], কৃষ্ণলীলা যে যে স্থানে,
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা[৬]।
শুধাইব[৭] জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
কহ আর লীলা স্থান কাঁহা।।

ভোজনের স্থান* কবে, নয়নগোচর[৮] হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ।।

ভাবার্থ— শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রধান প্রধান এবং বহু লীলা হইয়াছে বলিয়া তাহা শ্রীব্রজমণ্ডলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বোধে ঠাকুর নরোত্তম সেখানে বাস করিয়া যুগল চরণ সেবা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। সংসার এবং স্ত্রী-পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচরণে একান্তভাবে শরণাগত হইয়া যাইতে চাহিতেছেন। ব্রজপুরে সর্ব দুঃখ ত্যাগ করিয়া বাস এবং মাধুকরী (ভিক্ষা) করিয়া খাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। শ্রীযমুনার জলে পিপাসা নিবারণ, রাধাকুণ্ডের জলে স্নান করিয়া শ্যামকুণ্ডে পড়িয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনে ভ্রমণ করিয়া যে সকল স্থানে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছেন তথায় গড়াগড়ি দিতে চাহিতেছেন। ভোজন লীলার স্থান দর্শন এবং সমস্ত উপবনগুলি দর্শন করিতে চাহিতেছেন।

১। পালটিবে দশা—কবে অবস্থা ফিরিবে। অর্থাৎ কবে বিষয় ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিব। ২। পুত্র-দারে—পুত্র এবং স্ত্রীকে। ৩। একান্ত করিয়া—শ্রীকৃষ্ণচরণে একান্তভাবে শরণাগত হইয়া। ৪। মাধুকরী—ব্রজবাসীদের দ্বারে দ্বারে রুটি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ। এই বৃত্তি অতি পবিত্র। মাধুকরীর দ্রব্য ব্রজবাসিগণ আগেই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন। সেজন্য উহা আর ভোগ দিতে হয় না। ৫। দ্বাদশ বন—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যবন, বহুলাবন, ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, লোহাবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীরবন ও কদম্ববন। বৃন্দাবনে এই দ্বাদশটি বন আছে। এই সকল বনে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছেন। ৬। তাঁহা—সেখানে। ৭। শুধাইব—জিজ্ঞাসা করিব। ৮। নয়নগোচর—দর্শন।

* ভোজনের স্থান—শ্রীকৃষ্ণের ভোজন লীলার স্থান। নিজের স্থান নহে। এই স্থানটি কাম্যবনে 'ভোজনথালী' নামে প্রসিদ্ধ। কিছু কিছু গ্রন্থে 'ভজনের স্থান' বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সঠিক নহে। কারণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দর্শনের জন্যই ভক্তগণ ব্যাকুল হন। নিজের ভজন স্থান দর্শনের জন্য কেহই ব্যাকুল হন না। তাহা ছাড়া শ্রীবৃন্দাবনের সর্বত্রই ভজনের স্থান। পৃথক স্থান কোথায়? ঠাকুর নরোত্তম এখানে লীলাস্থান দেখিবার জন্যই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

(২২)

হরি হরি, কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব[১] নয়নে যুগল রূপরাশি।।
ত্যজিব শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক[২]।
কবে ব্রজ-ধূলায় ধূসর[৩] হবে অঙ্গ।।
ষড়রস[৪] ভোজন দূরেতে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী।।
পরিক্রমা করিয়া ফিরিব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব গিয়া যমুনা পুলিনে[৫]।।

তাপ[৬] দূর করিব শীতল বংশীবটে।

কবে কুঞ্জে বসিব সে বৈষ্ণব নিকটে।।

নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার[৭]।

হেন দশা কবে আর হইবে আমার।।

ভাবার্থ — নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—হে শ্রীহরি! আমি কবে বৃন্দাবনবাসী হইয়া, রাধা-কৃষ্ণের যুগল রূপ দর্শন করিব। পালঙ্কের সুখ-শয়ন ত্যাগ করিয়া কবে ব্রজধামের ধূলায় অঙ্গ ভূষিত করিব। ষড়রস যুক্ত খাদ্য দূরে ত্যাগ করিয়া কবে ব্রজধামে মাধুকরী করিয়া খাইব। বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিয়া শ্রীযমুনার তটে বিশ্রাম করিব। কবে বংশীবটের ছায়ায় বসিয়া মনের দুঃখ-কষ্ট দূর করিব এবং বৈষ্ণবগণের সঙ্গে কুঞ্জে বসিয়া কৃষ্ণকথা শুনিব। ঠাকুর নরোত্তম দাস কাকুতি মিনতি করিয়া শ্রীহরির নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছেন।

১। নিরখিব—দেখিব। ২। বিচিত্র পালঙ্ক—কারুকার্য খচিত খাট। ৩। ধূসর—ভূষিত। ৪। ষড়রস—মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু, কষায় এবং ঝাল, এই ছয়টি স্বাদের রস। ৫। যমুনা-পুলিনে—শ্রীযমুনার তটে। ৬। তাপ—মনের দুঃখ-কষ্ট। ৭। করি পরিহার—কাকুতি মিনতি করিয়া।

(২৩)

আর কবে হেন দশা হব[১]। শ্রীব্রজের ধূলা ভূষণ করিব।।

আর কবে শ্রীরাস মণ্ডলে[২]। গড়াগড়ি দিব কুতুহলে[৩]।।

আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি। দেখিব নয়ন যুগ[৪] ভরি।।

শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াবে পরাণ।।

আর কবে যমুনার জলে। মজ্জন[৫] করিব কুতুহলে।।

সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তম দাস করে আশ।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিতেছেন, কবে আমার সেই অবস্থা হইবে—যেদিন ব্রজধামেব ধূলা অঙ্গের ভূষণ করিব। কবে শ্রীরাসমণ্ডলে গিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দি[বো] আনন্দে। কবে গোবর্দ্ধন গিরি দর্শন করিব। শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া প্রাণ জুড়াই[ব]। কবে শ্রীযমুনার জলে স্নান করিব এবং সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস করিব। নরোত্তম দা[সের] মনে এই আশা।

১। হব—হইবে। ২। শ্রীরাসমণ্ডলে—শ্রীবৃন্দাবনের যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছেন। ৩। কুতুহলে—আনন্দে। ৪। নয়ন যুগ—দুইটি নয়ন। ৫। মজ্জন—স্নান।

(২৪)

করঙ্গ[১] কৌপীন লয়ে, ছেঁড়া কান্থা[২] গায়ে দিয়ে,
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়।।
হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল-মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন[৩]।।
শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতুহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দ লভিয়া।
বাহুপর বাহুতুলি[৪], বৃন্দাবনে কুলি কুলি[৫],
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া।।
দেখিব সঙ্কেত স্থান[৬], জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমানন্দে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধনধারী,
কাঁহা নাথ, বলিয়া কান্দিব।।
মাধবী কুঞ্জের পরি[৭], ডালে বসি শুক-শারী,
গায় সদা রাধা কৃষ্ণ রস।
তরুতলে বসি তাঁহা, শুনি পাসরিব দেহা,
কবে সুখে গোঙাব[৮] দিবস।।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন সাথ[৯],
দেখিব রতন সিংহাসনে।
হীন নরোত্তম দাস, করে এই অভিলাষ,
এ মতি হইবে কতদিনে।।

ভাবার্থ— পদকর্তা ঠাকুর নরোত্তম দাস এই পদটিতে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—কবে আমি করঙ্গ নামক জলপাত্র আর কৌপীন এবং ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া সকল বিষয় ত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণ অনুরাগী হইব এবং ব্রজের নিকুঞ্জে গিয়া বাস করিব। হে শ্রীহরি! কবে আমার সেদিন আসিবে, যেদিন দিবা অবসানে বৃন্দাবনের ফল-মূল খাইয়া সর্বত্যাগী হইয়া ঘুরিব। শ্রীযমুনার জলে স্নান করিয়া বাহুর উপরে বাহু তুলিয়া বৃন্দাবনের পথে পথে কৃষ্ণ

বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব। কবে সঙ্কেত নামক স্থান দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব এবং গড়াগড়ি দিব। মাধবী কুঞ্জের উপর যেখানে শুক-শারী সর্বদা রাধাকৃষ্ণ বলে, সেই বৃক্ষতলায় বসিয়া নিজেকে ভুলিয়া যাইব। কবে আমি সুখে দিন কাটাইব। কবে আমি রত্নসিংহাসনে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন দর্শন করিব। আমার মনের এই অভিলাষ কবে পূর্ণ হইবে।

১। করঙ্গ—করোয়া, একপ্রকার জলপাত্র বিশেষ। ২। কান্থা—কাঁথা। ৩। উদাসীন—সর্বত্যাগী, বৈরাগী। ৪। বাহুপর বাহু তুলি—উর্দ্ধভাবে বাহুর উপর বাহু রাখিয়া। ইহা আর্তি এবং দৈন্যতাজ্ঞাপক। ৫। বৃন্দাবনে কুলি কুলি—বৃন্দাবনের পথে পথে। ৬। সঙ্কেত স্থান—প্রেম সরোবর এবং নন্দগ্রামের মাঝে সঙ্কেত নামক প্রসিদ্ধ স্থান। এখানেই পূর্বনির্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন ঘটে। শ্রীরাধারানীর পিত্রালয় বর্ষাণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পিত্রালয় নন্দগ্রামের মধ্যস্থলে এই স্থান অবস্থিত। ৭। কুঞ্জের পরি—কুঞ্জের উপরে। ৮। গোঙাব—কাটাইব। ৯। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন সাথ—গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহন এই তিন ঠাকুর হইলেন শ্রীবৃন্দাবনের সর্বপ্রধান, তাহার মধ্যে গোবিন্দ, হইলেন বৃন্দাবনের রাজা। গেবিন্দ, শ্রীরূপ গোস্বামী, গোপীনাথ শ্রীমধু পণ্ডিত এবং মদনমোহন শ্রীসনাতন গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

(২৫)

হরি হরি, হেন দশা[১] হইবে আমার।
দুঁহু মুখ নিরখিব[২], দুঁহু অঙ্গ পরশিব,
সেবন করিব দোঁহাকার।।[৩]
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে[৪],
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট[৫] করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব অধর যুগলে।।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, সেই মোর প্রাণধন,
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত পাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনা অন্য নাহি চায়।।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু, কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।

ভাবার্থ— হে শ্রীহরি! আমার কি এমন দশা হইবে? যেদিন যুগল মুখচন্দ্র দর্শন, যুগল অঙ্গ স্পর্শ করিব এবং উভয়ের সেবা করিব। ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি সখীদের স[ঙ্গে] আনন্দে সেবা করিব ও নানা ফুলে মালা গাঁথিয়া গলায় দিব। সোনার কৌটায় কর্পূর

তাম্বুল যোগাইব। শ্রীরাধাকৃষ্ণ আর শ্রীবৃন্দাবনই আমার জীবন। হে পতিতপাবন হরি, আমাকে এই সম্পদ দান কর, তুমি ছাড়া অন্য কিছুই চাহি না। হে করুণাসিন্ধু শ্রীগুরু! তুমি অনাথ জনের বন্ধু, হে লোকনাথ, লোকের জীবন। দয়া করিয়া আমাকে পদছায়া দান কর। এই দীন নরোত্তম তোমার শরণ লইতেছে।

১। দশা—অবস্থা। ২। নিরখিব—দেখিব। ৩। সেবন করিব দোঁহাকার—শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ের সেবা করিব। ৪। রঙ্গে—আনন্দে। ৫। কনক সম্পুট—সোনার কৌটা।

(২৬)

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে আর নাহি কেহ মোর।।
কালিন্দীর তীরে[১] কেলি[২] কদম্বের বনে।
রতন বেদীরোপরে বসাব দু'জনে।।
শ্যাম অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র।।
গাঁথিয়া মালতী-মালা দিব দোঁহা গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে।।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখিবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে[৩]।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসানুদাস।
নরোত্তম দাস কহে এই অভিলাষ।।

ভাবার্থ— নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁহার এই প্রার্থনায় বলিয়াছেন—যুগল কিশোর রাধাকৃষ্ণ আমার প্রাণস্বরূপ। ইহা ছাড়া জীবন-মরণে আর আমার কেহ নাই। যমুনার তটে ক্রীড়া এবং কদম্বের বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ দু'জনায় বসাইব। শ্যাম অঙ্গে চুয়া-চন্দন দিব, চামর ব্যজন করিব ও যুগল মুখচন্দ্র দর্শন করিব। মালতীর মালা গাঁথিয়া গলায় দিব, অধরে কর্পূর তাম্বুল দিব। ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি সকল সখীবৃন্দের আদেশ অনুযায়ী সেবা করিব। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু! আমি তোমার দাসানুদাস। এই দীন নরোত্তম তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে।

১। কালিন্দীর তীরে—যমুনার তটে। ২। কেলি—ক্রীড়া। ৩। চরণারবিন্দে—চরণরূপ অরবিন্দে অর্থাৎ পদ্মে।

(২৭)

রাধাকৃষ্ণ ভজোঁ[১] মুঞি[২] জীবন মরণে।
তাঁর স্থানে[৩] তাঁর লীলা শুনি রাত্রিদিনে।।
যে স্থানে যে লীলা কৈল যুগল কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হ'য়ে তাহে হঙ[৪] ভোর[৫]।।

শ্রীরূপমঞ্জরী[৬] দেবি, কর মোরে দয়া।
অনুক্ষণ[৭] দেহ মোরে পাদপদ্ম ছায়া।।
শ্রীরাসমঞ্জরী[৮] দেবি, কর অবধান।
নিরবধি করি তুয়া[৯] পাদপদ্ম ধ্যান।।
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ— জীবন-মরণে আমি রাধাকৃষ্ণ ভজনা করিব। রাত্রিদিনে তাঁহার স্থানে, অর্থাৎ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীলাগান শ্রবণ করিব। যে সকল স্থানে যুগল কিশোর লীলা করিয়াছেন সেই সকল স্থানে সখীর সঙ্গিনী হয়ে সেবায় বিভোর হইয়া থাকিব। হে শ্রীরূপমঞ্জরী দেবি! আমাকে দয়া কর, সর্বদা তোমার শ্রীচরণের ছায়া আমার প্রতি দান কর। হে শ্রীরাসমঞ্জরী দেবি! আমার কথা শ্রবণ করুন, সর্বদা তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে যেন পারি। শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য নিত্য বিলাস যেন দর্শন করিতে পারি, ইহাই আমার প্রার্থনা।

১। ভজোঁ—ভজনা করিব। ২। মুঞি—আমি। ৩। তাঁর স্থানে—শ্রীবৃন্দাবন ধামে। ৪। হঙ—হইব। ৫। ভোর—বিভোর, তন্ময়। ৬। শ্রীরূপমঞ্জরী—শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখীর একজন। ৭। অনুক্ষণ—সদাসর্বদা। ৮। শ্রীরাসমঞ্জরী—শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখীর একজন। ৯। তুয়া—তোমাদের।

(২৮)

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
কেলি কৌতুক রঙ্গে[১] করিব সেবন।।
ললিতা-বিশাখা সনে, আর যত সখীগণে,
মণ্ডলী করিয়া তছু মেলি[২]।
রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করি ফিরি ফিরি,
নিরখি গোঙাব কুতুহলী[৩]।।
আলস বিশ্রাম ঘর[৪], গোবর্দ্ধন গিরিবর,
রাই-কানু করাব শয়ন।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মনে হয়,
অনুক্ষণ চরণ সেবন।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনা করিতেছেন— হে হরি, কবে আমার সেই সুদি আসিবে। যেদিন শ্রীরাধা গোবিন্দের লীলাবিলাস জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া সে করিতে পারিব। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখিগণের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদি গোলাকার ভাবে রাই-কানুর হস্ত ধারণ পূর্বক ঘুরেফিরে নৃত্য করিতে করিতে তাহা দর্শন করিব। আলস্য নিবৃত্তির ঘরে রাই কানুকে শয়ন করাইব। সর্বদাই যেন শ্রীরা কৃষ্ণের চরণ সেবা আমার হৃদয়ে জাগরিত হয়।

১। রঙ্গে—আনন্দে। ২। মণ্ডলী করিয়া তহুঁ মেলি—শ্রীরাধাকৃষ্ণের চতুর্দিকে সকলে গোলাকারভাবে মিলিত হইয়া। ৩। নিরখি গোঙাব কুতুহলী—দেখিয়া মহানন্দে দিন কাটাইব। ৪। আলস বিশ্রাম ঘর—আলস্য ত্যাগের জন্য বিশ্রাম গৃহ।

(২৯)

হরি হরি, আর কবে এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে[১], আহেরী[২] গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব।।
যাবটে[৩] আমার কবে এ পাণিগ্রহণ[৪] হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম প্রেষ্ঠ[৫], যে তাঁহার হয় শ্রেষ্ঠ,
সেবন করিব কবে তাঁয়।।
তেঁহ[৬] কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণ[৭] লৈঞা,
আমাকে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবিব সে কমল চরণ।।
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে[৮], নানা যন্ত্র লয়ে হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে।।
দোঁহা চন্দ্রমুখ দেখি, জুড়াব তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার আদেশ পাব, পরম আনন্দে রব,
কবে হেন হইবে আমার।।
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুই পায়।
নরোত্তম দাসের মনে, প্রিয় নর্ম সখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিতেছেন—হে হরি! আর কবে আমার সেদিন হইবে। যেদিন বৃষভানুপুরে গোপ-গৃহে কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। শ্রীরাধার শ্বশুরালয় যাবট গ্রামে, আমার বিবাহ হইবে ও সেখানে বাস করিব। প্রিয়নর্ম যে সখীগণ, তন্মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, কবে তাঁর সেবা করিব। তিনি কৃপা পূর্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাঙা চরণ কবে আমাকে সমর্পণ করিবেন। আমার জন্ম সফল হইবে, মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। অবশেষে

রাধাকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে যে সখীগণ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র লইয়া ইচ্ছামত দর্শন করিব। রাধাকৃষ্ণের চন্দ্রমুখ দর্শনে এই তাপিত প্রাণ জুড়াইবে, নয়নে আনন্দাশ্রু বহিবে, বৃন্দা দেবীর আদেশ আনন্দে পালন করিব। শ্রীরূপমঞ্জরী সখী আমাকে অনাথিনী দেখিয়া তাঁহার রাঙা চরণে আশ্রয় দিবেন। নরোত্তম দাস ঠাকুরের এই আশা, প্রিয়নর্ম সখীগণ কবে আমায় দাসী করিবেন।

১। বৃষভানুপুরে—বর্ষাণে, এই গ্রামে শ্রীরাধার পিতৃগৃহ। ২। আহেরী—গোয়ালিনী। ৩। যাবটে—এখানে শ্রীরাধার শ্বশুরালয়। ৪। পাণিগ্রহণ—বিবাহ। ৫। পরম প্রেষ্ঠ—নর্মসখীগণ। ইঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীরূপমঞ্জরী। ৬। তেঁহ—তিনি। ৭। রাতুল চরণ—শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাঙা শ্রীচরণ যুগল। ৮। চারিভিতে—চতুর্দ্দিকে।

(৩০)

হরি হরি, কবে মোর হইবে সে দিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জন স্থল,
রাই-কানু করিব সেবন।
ললিতা-বিশাখা সঙ্গে, সেবিব পরম রঙ্গে,
সুখময় রাঙা পদতলে।
কনক সম্পুট[1] করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদন কমলে।।
সুগন্ধ চন্দন গুঁড়ি, কনক কটোর পুরি,
কবে দিব দু'জনার গায়।
মল্লিকা মালতী যুথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।।
সুবর্ণের ঝারি[2] করি, রাধাকুণ্ডে জল পুরি,
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে[3], ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে[4],
চামরের বাতাস করিব।।
দোঁহার অরুণ আঁখি[5], পুলক হইয়া দেখি,
দুঁহু পদ পরশিব করে।
শ্রীচৈতন্য দাসের দাস, সদা করে অভিলাষ,
নরোত্তম মনে মনে স্ফুরে[6]।।

ভাবার্থ— শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন—হে হরি! কবে আম সেই সুদিন হইবে। যেদিন নির্জন গোবর্দ্ধন গিরিতে রাই-কানুর সেবা করিব! ললি বিশাখা প্রভৃতির সঙ্গে পরমানন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিব। সোনার কৌটায় কর

বদন কমলে কর্পূর তাম্বুল দিব। সোনার কৌটায় সুগন্ধ চন্দনের গুঁড়া দু'জনার অঙ্গে দিব। মল্লিকা মালতী যুথি প্রভৃতি ফুলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরাইব। সোনার ভৃঙ্গারে রাধাকুণ্ডের জল আনিয়া রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিব। গুরুরূপা সখীর বামদিকে শ্রীরাধাসহ ত্রিভঙ্গ সুন্দর রূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে চামরের বাতাস করিব। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঈষৎ রক্তবর্ণচক্ষু আনন্দে দর্শন করিব এবং দু'জনার চরণপদ্ম স্পর্শ করিব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসানুদাস নরোত্তম সদাই এই আশা করিতেছে।

১। কনক সম্পুট—সোনার কৌটা। ২। সুবর্ণের ঝারি—সোনার নির্মিত ভৃঙ্গার। ১। ৩। গুরুরূপা সখী বামে—গুরুরূপ সখীর বামভাগে তদনুগতা গোপকুমারী রূপে অবস্থিত থাকিয়া। ৪। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে—শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত ত্রিভঙ্গ সুন্দর রূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে। ৫। অরুণ আঁখি—ঈষৎ রক্তবর্ণ চক্ষু। ৬। মনে মনে স্ফুরে—মনে এই অভিলাষ সর্বদাই জাগরিত হয়।

(৩১)

হা হা প্রভু, কর দয়া করুণা সাগর।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে[১] আমার।।
কবে হেন দশা[২] হবে, সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব।।
সম্মুখে রাখিয়া কবে চামর ঢুলাব[৩]।
অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোঁহা অঙ্গে দিব।।
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব।
সিন্দুর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব।।
বিলাস কৌতুকী কেলি[৪] দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে।।
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম দাস প্রার্থনা করিতেছেন—হে প্রভু! হে দয়াল শ্রীহরি! মিথ্যা মায়াজালে আমার এই শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে, আমাকে তুমি কৃপা কর। কবে আমার সেদিন হইবে, যেদিন সখিগণের সঙ্গ লাভ করিব, বৃন্দাবনের বনে বনে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া রাধাকৃষ্ণের গলায় পরাইব। যুগল মূর্তি সামনে রাখিয়া চামরের বাতাস দিব। দুজনের অঙ্গে অগুরু-চন্দন দিব, কবে সখিদের আজ্ঞায় তাম্বুল যোগাইব। কবে দুইজনকে সিন্দুর-তিলক পরাইব। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কৌতুক বিলাস ক্রীড়া দর্শন করিব। রত্নসিংহাসনে বসাইয়া যুগল চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া মনের লালসা চরিতার্থ করিব। এই নরোত্তম দাসের প্রতি কত দিনে কৃপা হইবে।

১। তনু দহিছে—শরীর দগ্ধ হইতেছে। ২। হেন দশা—এইরূপ অবস্থা। ৩। চামর ঢুলাব—চামর

ব্যজন করিব। ৪। বিলাস কৌতুকী কেলি—রাধাকৃষ্ণের বিলাস কৌতুক ক্রীড়া।

(৩২)

এবার পাইলে দেখা চরণ দু'খানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরানী[১]।।
তাহাকে না দেখি মোর মনে বড় তাপ[২]।
অনলে পশিব[৩] কিবা জলে দিব ঝাঁপ।।
মুখের মছাব ঘাম, খাওয়ার পান গুয়া[৪]।
শ্রমেতে বাতাস দিব[৫] এ চন্দন চুয়া।।
বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চুড়া কুন্তলের ভার[৬]।।
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তম দাস কহে, পিরীতের ফাঁদ[৭]।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিতেছেন—এইবার শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইলে তাঁ চরণ দু'খানি হৃদয় মাঝে রেখে প্রাণ জুড়াইব। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আমার বড় দুঃখ, আমি আগুনে প্রবেশ করিব কিংবা জলে ঝাঁপ দিব বুঝিতেছি না। শ্রীকৃ দর্শন পাইলে, তাঁহার মুখের ঘাম মুছাইব, পান-সুপারী খাওয়াইব। শ্রীকৃষ্ণ ক্লান্ত হ চামর ব্যজন করিব এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে চুয়া-চন্দনাদি লেপন করিব। বৃন্দাবনের ফু মালা গাঁথিয়া পরাইব। কেশরাশি বাঁধিয়া দিব। চন্দন দ্বারা কপালে তিলক দিব। নরো দাস ঠাকুর বলিতেছেন—ইহাই তো প্রেমের ফাঁদ।

১। জুড়াব পরানী—প্রাণ জুড়াইব। ২। বড় তাপ—বড়ই দুঃখ। ৩। অনলে পশিব—আগুনে করিব। ৪। পান গুয়া— পান সুপারী। ৫। বাতাস দিব—চামর ব্যজন করিব। ৬। কুন্তলের ভা কেশরাশি। ৭। পিরীতের ফাঁদ—প্রেমের ফাঁদ।

(৩৩)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিত তারিতে[১] তোমা বিনা কেহ নাই।।
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়।।
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন[২]।
দর্শনে পবিত্র কর, এই তোমার গুণ।।
হরি স্থানে অপরাধে তাহে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান।।

তোমা সদা হৃদয়েতে গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন, মম বৈষ্ণব পরাণ।।
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনা করিতেছেন—হে বৈষ্ণব গোসাঞি! এইবার আমাকে করুণা কর। পতিত উদ্ধার করিতে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই। কাহার কাছে যাইলে পাপ দুর হইবে, এমন দয়াল আর কে রহিয়াছে। গঙ্গা স্পর্শ করিলে তাহার পরে পবিত্র হওয়া যায় কিন্তু তোমা-দর্শনেই পবিত্র হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

জন্মান্তর সহস্রেষু বিষ্ণুভক্তো ন লিপ্যতে।
যস্য সন্দর্শনদেব ভস্মীভবতি পাতকম্।।
তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীতকল্মষা।
পুনন্তি সকলাল্লোকাং স্তত্তীর্থমধিকং ততঃ।।

— ইতিহাস সমুচ্চয়।

ন হ্যাময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরু কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।।

—শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ ইতিহাস সমুচ্চয়ে বলা হইয়াছে—সহস্র সহস্র পাপেও বৈষ্ণব কদাচ পাপে বা বিষয়ে লিপ্ত হন না। পরন্তু তাঁহাদের দর্শনমাত্রই পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। মহানুভব বৈষ্ণবগণের নিকটে বিষ্ণু সর্বদা অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহারা একেবারেই পাপহীন। তাঁহারা সমস্ত জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা তীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ দর্শন মাত্রই পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু জলময় তীর্থসকল কিংবা মৃন্ময় অথবা শিলাময় দেবমূর্তি সকল তাহা পারেন না, তাঁহারা বহুকাল পরে পবিত্র করিয়া থাকেন।

শ্রীহরির নিকটে অপরাধ হইলে, হরিনামই সেই অপরাধ খণ্ডন করেন। কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইলে আর কথা নাই। পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ।।

অর্থাৎ হরিনামের নিকট অপরাধ হইলে, হরিনামই সেই নামাপরাধী ব্যক্তিদের অপরাধ হরণ করেন। আবার হরিনাম অবিরত কীর্তিত হইলে সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীবৈষ্ণবের নিকট অপরাধ যে কি ভয়ানক, সে সম্বন্ধে মহাজনগণ বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবের কাছে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাদ।।

এই তথ্য অবগত হইয়াই ঠাকুর নরোত্তম দাস বৈষ্ণবের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

১। পতিত তারিতে—পাতকীকে ত্রাণ করিতে। ২। পশ্চাতে পাবন—তাহার পরে পবিত্র হওয়া যায়। ৩। গোবিন্দ বিশ্রাম—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি। ৪। বৈষ্ণব পরাণ—বৈষ্ণবই আমার প্রাণ। ইহার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।

পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ কৃত পাষণ্ড দলনে ইহার মর্মার্থ উক্ত হইয়াছে। যথা—

আমার হৃদয়ে থাকে ভক্ত নিরন্তর।
ভক্ত হৃদে বাস মম শুন বিপ্রবর।।

(৩৪)

হরি হরি আর কবে হেন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি[১] হব,
দোঁহাকে চন্দন পরাইব।।
টানিয়া বান্ধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে[২] বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখীসঙ্গে,
বদনে তাম্বুল দিব আর।।
দুই রূপ মনোহারী[৩], দেখিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে[৪] রাধাকে সাজাইয়া।
রতনের জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেনী[৫],
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া।।
এ হেন রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই মনে করি অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ— পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণের মধুর প্রেম সেবা হয় না, একমাত্র গোপীরূপি নারী দেহেই হইয়া থাকে। সখিগণ পরিবৃতা শ্রীরাধিকাসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে কোন পুরুষেরই প্রবেশাধিকার নাই—অজ, ভব প্রভৃতি দেবতাগণেরও নহে অথবা গোপনারী ব্যতীত অন্য কোনও নারীদেহেও নহে, দেবীদেহেও নহে, এমন কি নারায়ণ-পত্নী শ্রীলক্ষ্মী দেবীর স্বীয় দেহেও নহে। এই কারণে ঠাকুর নরোত্তম পুরুষ দেহ ছাড়িয়া প্রকৃতি হই

প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—হে রূপ সনাতন! আমাকে এই প্রাধন সম্পদ প্রদান করুন। আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন।

১। প্রকৃতি—নারী। ২। নব গুঞ্জাহারে—নূতন গুঞ্জামালায়। ৩। মনোহারী—পরম সুন্দর। ৪। নীলাম্বরে—নীল বসনে। ৫। বেনী—খোঁপা।

(৩৫)

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব[১],
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া[২],
নিরখিব সে চন্দ্র বয়ান[৩]।।
হে সজনি[৪], কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনা পুলিন।।
ললিতা-বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব[৫] গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণ নিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার।।
দারুণ বিধির নাট[৬], ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র কুমার।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম গোপীভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—কবে আমি কৃষ্ণধনকে পাইয়া হৃদয় মাঝে রাখিব। হৃদয় সাজাইয়া সেখানে প্রাণপ্রিয়াকে বসাইয়া চাঁদবদন দর্শন করিব। হে সখি! কবে সুদিন হইবে, সেই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যমুনা পুলিনে আনন্দে বেড়াইব। ললিত-বিশাখা আদি সখিগণ সহ তাঁহাকে দেখিব। বিধাতা কৃপা করিয়া সেই কৃষ্ণগুণনিধির সঙ্গে কবে মিলন করাইবেন। এমন ভাগ্য কি হইবে। অদৃষ্টের খেলা কি ভয়ঙ্কর! আমি কত সাধে নানা উপহার দিয়া হৃদয় মাঝারে যে প্রেমের বাজার বসাইয়া ছিলাম— আমার অদৃষ্টে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। আমার হৃদয়ে প্রেমের লেশমাত্র রহিল না। সেজন্য প্রেমময় কৃষ্ণ আমার প্রেমশূন্য হৃদয় ছাড়িয়া গেলেন। অতএব আর আমার বাঁচিবার আশা কোথায় এবং বাঁচিয়াই বা কি ফল?

১। থোব—স্থাপন করিব, রাখিব। ২। প্রাণপ্রিয়া—প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। এস্থলে পদ্যে ছন্দমিলের নিমিত্ত প্রিয় না বলিয়া প্রিয়া বলিয়াছে। ৩। চন্দ্র বয়ান—চাঁদ বদন। ৪। হে সজনি—হে সখি। ৫। ভেটিব—দেখিব। ৬। নাট—খেলা, অভিনয়।

(৩৬)

বৃন্দাবন রম্য[১] স্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম[২],
মনোহর মন্দির উজ্জ্বল।
আবৃত[৩] কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক উৎপল[৪]।।
তার মধ্যে হেমপীঠ[৫], অষ্টদলেতে বেষ্টিত,
অষ্টদলে[৬] প্রধান নায়িকা[৭]।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছে দুইজনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা।।
ও রূপ লাবণ্য রাশি, অমিয়[৮] পড়িছে খসি,
হাস্য-পরিহাস[৯] সম্ভাষণে[১০]।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সেবা দিয়া রাখহ চরণে।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম দাস শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা করিয়া বলিতেন—বৃন্দাবন অতি রমণীয় স্থান। এই তো দিব্য চিন্তামণি ধাম, যমুনার জলে বেষ্টিত, তাহে রাজহংস কেলি করে এবং স্বর্ণ পদ্ম শোভা পায়। তাহার মধ্যে সোনার পীঠস্থান অষ্টদল পদ্মে বেষ্টিত। তাহে অষ্টপ্রধান নায়িকা বিরাজ করিতেছেন, তাহার মাঝে রত্নসিংহাসনে শ্যাম ও সুন্দরী শ্রীরাধারানী বিরাজিত। আহা, কিবা সেই রূপ-লাবণ্য, যেন অমৃত ধারা প্রবাহিত হইতেছে। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতেছেন। নরোত্তম দাসের এই প্রার্থনা সুখময় নিত্যলীলায় কিঞ্চিৎ সেবার ভার আমাকে দাও, এই আমার প্রার্থনা।

১। রম্য—মনোরম। ২। দিব্য চিন্তামণি ধাম—অপ্রাকৃত চিন্ময়ভূমি, যাহা সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকে। ৩। আবৃত—বেষ্টিত। ৪। কনক উৎপল—সোনার পদ্ম। ৫। হেমপীঠ—সুবর্ণনির্মিত পীঠস্থান। রত্নময় যোগপীঠ। ৬। অষ্টদলে—সহস্রদল পদ্মের প্রধান অষ্টদলে। ৭। প্রধান নায়িকা—শ্রীললিতা, বিশাখাদি প্রধান অষ্টসখী। ৮। অমিয়—অমৃতের ধারা। ৯। হাস্য-পরিহাস—হাসি ঠাট্টা। ১০। সম্ভাষণে—আলাপে।

(৩৭)

হরি হরি, কি মোর করম অনুরত[১]।
বিষয় কুটিল মতি[২], সাধুসঙ্গে নৈলে রতি।
কিসে আর তরিবার পথ।।
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত সাগর।
শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর।।

যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার।।
হরিদাস[৩] আদি মেলি[৪], মহোৎসব আদি কেলি,
না করিনু সে সুখ বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা[৫],
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—হে শ্রীহরি! আমার কর্ম কি ভাবে আমার সঙ্গে জড়িত। বিষয়াসক্ত কুটিল আমার মন, সাধুসঙ্গে মতি হইল না। আর আমার ত্রাণ পাবার কি পথ আছে। স্বরূপ, সনাতন, রূপগোস্বামী, রঘুনাথ ভট্টযুগ এবং আমার পরম দয়াল গুরু সিদ্ধান্ত সাগর লোকনাথ, যদি ইঁহাদের নিকট ভক্তি সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইত। যে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি নদীয়ায় অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কেন আমার জন্ম হইল না। এখন এ দেহে আমার আর কি কাজ, শুধুমাত্র দেহভার বহন করিয়া ফিরিতেছি। হরিদাস প্রভৃতি মিলিয়া, মহানন্দে মহোৎসব ক্রীড়া করিয়াছেন, আমি সেই সুখাস্বাদন করিতে পারিলাম না। হায়! কি আমার দুঃখের কথা, বৃথা জন্ম কাটাইলাম। নরোত্তম দাস তোমাকে ধিক্।

১। অনুরত—দৃঢ়ভাবে জড়িত, যেন আঁঠার মত লাগিয়া আছে। ২। কুটিল মতি—আমার মন বিষয়াসক্ত বলিয়া অত্যন্ত কুটিল, অর্থাৎ বক্র হইয়াছে। ৩। হরিদাস—হরিদাস ঠাকুর। ইনি ভক্ত হরিদাস নামে সুপ্রসিদ্ধ। ৪। মেলি—মিলিয়া। ৫। জনম গোঙানু বৃথা—বৃথাই জন্ম কাটাইলাম।

(৩৮)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।
কৃপা করি সবে মিলি করহ করুণা।
অধম পতিত জনে না করিও ঘৃণা।।
এ তিন সংসার[১] মাঝে তুয়া পদ[২] সার।
ভাবিয়া দেখিলে মনে কেহ নাহি আর।।
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়া ক্রন্দনে।।

কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ[৩] পদ নাহিক স্মরণ।।
তুমি ত দয়াল প্রভু, চাও একবার।
নরোত্তম দাসের ঘুচাও অন্ধকার[৪]।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিতেছেন—জয় হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু, জয় হে অদ্বৈতচন্দ্র, জয় হে জয় হে গৌরভক্তবৃন্দ! সবে মিলি আপনারা আমাকে করুণা করুন, আমার মত অধম পতিত জনে ঘৃণা করিবেন না। এই ত্রিভুবনের মধ্যে তোমাদের শ্রীচরণই সার বস্তু। ইহা ব্যতীত আর কেহ নাই, কিছু নাই। সেই শ্রীচরণ পাবার জন্য মনে দুঃখ হয়, কেঁদে কেঁদে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। কিরূপে সেই শ্রীচরণ লাভ করিব সন্ধান পাইতেছি না। প্রভু লোকনাথের শ্রীপদে স্মরণ লইতে পারিলাম না। তুমি দয়াল প্রভু, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আমার অজ্ঞান অন্ধকার দূর কর।

১। তিন সংসার—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবন। ২। তুয়া পদ—তোমাদের শ্রীচরণ। ৩। প্রভু লোকনাথ—ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাগুরু লোকনাথ গোস্বামী। ৪। ঘুচাও অন্ধকার—অজ্ঞান অন্ধকার দূর কর।

(৩৯)

লোকনাথ প্রভু তুমি ক্ষমা কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা যেন সদা চিত্তে স্ফুরে।।
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে।।
সখীগণ জ্যেষ্ঠা যেঁহো[১] তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে[২] কবে সেবার কারণে।।
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার[৩] যুগল চরণ।।
শ্রীরূপমঞ্জরী সখি, কৃপাদৃষ্টে চেয়ে।
তাপিত নরোত্তমে[৪] সিঞ্চ সেবামৃত দিয়ে।।

ভাবার্থ—হে পরম দয়াল গুরু লোকনাথ আমাকে কৃপা কর, রাধাকৃষ্ণ লীলা যেন সর্বদা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। তোমার সহিত থাকিয়া সখীর সহিত বাস করি, এই আমার বাসনা। সখিগণ মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাহার চরণে, কবে আমাকে সেবার কারণ সমর্পণ করিবে। তবে আমার বাঞ্ছাপূর্ণ হইবে এবং আনন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলচরণ সেবা করিব। হে শ্রীরূপমঞ্জরী সখিগণ, কৃপা পূর্বক সেবামৃত দিয়া আমাকে সিঞ্চন কর।

১। জ্যেষ্ঠা যেঁহো—যিনি প্রধান। অর্থাৎ ললিতা দেবী। ২। সমর্পিবে—সঁপিয়া দিবে। ৩। দোঁহার—

শ্রীরাধা-গোবিন্দের। ৪। তাপিত নরোত্তমে—শ্রীকৃষ্ণবিরহানলে দগ্ধ নরোত্তম দাস ঠাকুর।

(৪০)

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ[১]।
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি সেই মোর ভক্তিশুদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম[২]।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম-করম।।
অনুকূল হবে বিধি[৩], সে পদ সম্পদ নিধি,
নিরখিব[৪] এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরী রাশি, প্রাণ কুবলয় শশী[৫],
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে।।
তুয়া অদর্শন-অহি[৬], গরলে জারিল দেহি[৭],
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।

ভাবার্থ— শ্রীরূপমঞ্জরী দেবীর চরণপদ্মই আমার সর্বস্বধন। তাহাই আমার প্রাণ, আমার অলঙ্কার, আমার জীবনের জীবন, তাহাই আমার বাঞ্ছাসিদ্ধি, আমার ভক্তিশুদ্ধি। আমার বেদের ধর্ম। তাহাই আমার ব্রত তপস্যা, আমার মন্ত্র রূপ, তাহাই আমার ধর্ম-কর্ম। কবে বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইবে— আমি সেই চরণপদ্মরূপ সম্পদ দুই নয়নে দর্শন করিব ! সেই সুস্নিগ্ধ চন্দ্রতুল্য মাধুরী দিবারাত্র হৃদয় ভরিয়া থাকিবে। হে গোবিন্দ ! তোমার অদর্শনরূপ বিষধর সর্প আমার এই দেহ জর্জরিত করিতেছে। হে প্রভু ! নরোত্তম তোমার শরণ লইল, আমাকে তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দান কর।

১। মোর সম্পদ—আমার যথা সর্বস্ব। ২। বেদের ধরম— বেদের ধর্ম। ৩। অনুকূল হবে বিধি—বিধাতা আমার সহায়ক হইবে। ৪। নিরখিব—দর্শন করিব। ৫। কুবলয় শশী—সুস্নিগ্ধ চন্দ্র। ৬। অহি—সর্প। ৭। জারিল দেহি—দেহ জর্জরিত করিল।

(৪১)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ।।

হা হা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার[১]।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার।।
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়।।
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লয়ে যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে।।
হেন কি হইবে মোর মুখ্য সখিগণে[২]।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে।।

ভাবার্থ—সাধু বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি, শ্রীরূপ মঞ্জরীর কৃপায় রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ লাভ হয়। হে প্রভু সনাতন গৌর পরিবার, তোমরা সকলে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর, যেন আমার প্রতি শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপা হয়। তাঁহার শ্রীচরণে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনিই মহাশয় ব্যক্তি। পরম দয়াল গুরু লোকনাথ, তুমি আমাকে কবে সঙ্গে লইয়া গিয়া শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে সমর্পণ করিবে। প্রিয়নর্ম সখিগণ এই দাসানুদাস নরোত্তমে কবে শাসন করিবেন।

১। গৌর পরিবার—গৌর পরিবার, গৌর পার্ষদ। ২। মুখ্য সখিগণে—শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি আদি প্রিয়নর্ম সখিগণে।

(৪২)

হা হা প্রভু লোকনাথ, রোখ পাদপদ্মে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে।।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে পূর্ণ হয় তৃষ্ণা[১]।
হেথায় চৈতন্য মিলে হেথা রাধাকৃষ্ণ।।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার।।
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি পদতলে দেহ মোরে ঠাঁই[২]।।
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাই রাত্রিদিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে।।

ভাবার্থ— হে পরম দয়াল প্রভু লোকনাথ— তোমার শ্রীচরণকমলে আশ্রয় দাও। যদি কৃপাদৃষ্টে আমার প্রতি তাকাও তবে আনন্দে থাকি। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভের জন্য তীব্র লালসা পূর্ণ হয়। শ্রীগুরু পদাশ্রয়েই শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীরাধার-গোবিন্দ পাদপদ্ম লাভ হয়। তুমি দয়া না করিলে কে আর দয়া করিবে। এইবার আমার

মনের বাসনা পূর্ণ কর। এই ত্রিভুবনে আর আমার কেহ নাই, আমাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দাও। যেন দিবারাত্র রাধাকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন করিতে পারি, তুমি ছাড়া নরোত্তমের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না।

১। তৃষ্ণ—তৃষ্ণা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভের জন্য তীব্র লালসা। ২। ঠাঁই—স্থান।

(৪৩)

শ্রীরূপ পশ্চাতে[১] আমি রব ভীত হৈঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা[২]।।
সদয়-হৃদয় দোঁহে[৩] কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ, এই নব দাসী।।
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী[৩] দিন মোরে এই দাসী আনি।।
অতি নম্রচিত্ত, আমি ইহারে জানিল।
সেবা কার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল।।
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার মাথাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া।।

ভাবার্থ— শ্রীরূপমঞ্জরীর পিছনে আমি অতি ভয়ে ভয়ে অবস্থান করিব। শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমার দিকে চাহিয়া বলিবেন—হে রূপমঞ্জরী! এই নূতন দাসী তুমি কোথায় পাইলে। ইহা শুনিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী বলিবেন—মঞ্জুলালী দাসী আমাকে এই দাসী আনিয়া দিয়াছে। ইহাকে অতি নম্রচিত্ত জানিয়া ইহাকে সেবাকার্য্য দিয়া এখানে রাখিয়াছি। এই কথা বলিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী কবে এই নরোত্তম দাসকে সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

১। শ্রীরূপ পশ্চাতে—শ্রীরূপমঞ্জরীর পিছনে আমি গোপকুমারীরূপ সিদ্ধদেহে। ২। চাঞা—চাহিয়া। ৩। মঞ্জুলালী—ইনি একজন প্রিয়নর্ম সখী, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় নরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

(৪৪)

এই নব দাসী[১] বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে।।
আজ্ঞা করিবেন, দাসী শীঘ্র হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়[২]।।
আনন্দিত হ'য়ে হিয়া[৩] তার আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে[৪]।।
সেবার সামগ্রী রত্নমালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণ-ঝারিতে পূরিয়া।।

দোঁহার সম্মুখে নিয়া[৫] দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তম দশা কবে হইবে এ মতি[৬]।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন—সেই শুভক্ষণ আমার কতদিনে হইবে? যেদিন শ্রীরূপমঞ্জরী আমাকে এই নব দাসী বলিয়া ডাকিবেন, তিনি আমাকে আজ্ঞা করিবেন—দাসী, শীঘ্র আয়, সেবার সুসজ্জা কর্। আমিও আনন্দিত মনে তাঁহার আজ্ঞায় পবিত্র মনে সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিব। রত্নথালে সেবার সমস্ত সামগ্রী এবং সুবাসিত জল স্বর্ণঝারি পূর্ণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিব। কবে আর নরোত্তমের এই দশা হইবে।

১। নব দাসী—নূতন দাসী। ২। ত্বরায়—শীঘ্র। ৩। হিয়া—হৃদয়। ৪। তৎকালে—তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে সঙ্গে। ৫। সম্মুখে নিয়া—সামনে আনিয়া। ৬। এ মতি—এইরূপ।

(৪৫)

হরি হরি, কবে হেন দশা[১] হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ[২] আনন্দে বিভোর।।
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে[৩]।।
এই আশা পূর্ণ কর যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।
বহুদিন বাঞ্ছা করি, পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মিলি দয়া কর হইয়া সদয়।।
সেবা আশে[৪] নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
দয়া করি কর মোরে অনুগত দাসী।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনা করিতেছেন—হে পরম দয়াল শ্রীহরি! আমার সেদিন কবে হইবে, যেদিন শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীচরণ সেবা করিব। শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণরূপ কমলে ভ্রমর হইয়া সর্বদা থাকিব। সর্বদা শ্রীচরণামৃত পান করিব। হে নর্মসখিগণ! আমার এই আশা পূর্ণ কর, তোমাদের কৃপা হইলেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আমার বহুদিনের আশা যাহাতে পূর্ণ হয় সকলে মিলিয়া তাহাই কর। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার জন্য দিবানিশি আমার প্রাণ কাঁদিতেছে। কৃপা করিয়া তোমরা আমাকে অনুগত দাসী কর।

১। হেন দশা—এইরূপ অবস্থা। ২। দোঁহার পদ—শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ। ৩। আস্বাদনে—স্বাদ গ্রহণ করিয়া। ৪। সেবা আশে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবার আশায়।

(৪৬)

কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার[১]।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার।।

অশেষ[২] মায়াতে মন মগন[৩] হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল।।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে সে মায়াপিশাচী[৪]।।
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-কৃপা বিনে আর নাহিক উপায়।।
অদোষ-দরশী[৫] প্রভু, পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনা করিতেছেন—আমি পতিত দুরাচারী, কিরূপে শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকার পাইব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে আমার মতি নাই, অশেষ মায়াতে আমার মন ডুবিয়া আছে। বিষয় ভোগে অন্ধ হইয়া আছি। মায়াপিশাচী সর্বদা গলায় ফাঁস দিয়া ফিরিতেছে। তাহাকে জয় করিয়া ছাড়াইতে পারিতেছি না, এখন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ভিন্ন আর উপায় নাই। যিনি কাহারও দোষ দর্শন করেন না বা গ্রহণ করেন না, হে প্রভু বৈষ্ণব সাধু! এইবার নরোত্তমে নিস্তার কর, ইহাই আমার প্রার্থনা।

১। দুরাচার—দুরাচারী, সদাচারহীন। ২। অশেষ—যাহার শেষ নাই। ৩। মগন—মগ্ন, ডুবিয়া যাওয়া। ৪। মায়াপিশাচী—মায়ারূপ রাক্ষসী। ৫। অদোষ দরশী—যিনি কাহারও দোষ দেখেন না বা গ্রহণ করেন না।

(৪৭)

গোরা পঁহু[১] না ভজিয়া মৈনু[২]।
প্রেম-রতন ধন[৩] হেলায় হারাইনু।।
অধনে[৪] যতন করি ধন[৫] তেয়াগিনু[৬]।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু।।
সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৈনু অসতে বিলাস।
তেকারণে[৭] লাগিল যে কর্মবন্ধ ফাঁস[৮]।।
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর কীর্তন রসে মগন নহিনু।।
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম আক্ষেপ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ না ভজিয়া মরিলাম। কৃষ্ণপ্রেমরত্নরূপ অমূল্য ধন হেলায় হারাইলাম। অনিত্য ধনে যত্ন করিয়া নিত্যধন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ত্যাগ করিলাম। নিজ কর্মদোষে নিজেই ডুবিলাম।

সৎসঙ্গে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ ভজন হয় বলিয়া তাহা দ্বারা কর্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অসৎসঙ্গে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সম্ভব নহে। অধিকন্তু আরও অসৎকর্ম করিতে করিতে কর্ম-বন্ধন দৃঢ়রূপে লাগিয়া যায়।

সৎ অর্থাৎ সাধুকে, এ সম্বন্ধে শ্রীপদ্মপুরাণে বলিতেছেন—

কৃষ্ণার্পিত প্রাণ শরীর বুদ্ধিঃ, শান্তেন্দ্রিয়-স্ত্রী-সুত-সম্পদাদিঃ।
আসক্তচিত্তঃ শ্রবণাদি ভক্তি, র্যস্যেহ সাধুঃ সততং হরের্যঃ।।

অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ, দেহ, বুদ্ধি সমস্তই অর্পণ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়াদি সমস্ত ভোগবিলাসে বিরত হইয়াছেন, যিনি শ্রীহরিতে সর্বদা আসক্ত চিত্ত এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহের ভজন-পরায়ণ, এ জগতে তিনিই সাধু অর্থাৎ সৎ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সৎ বলিতে ইহাই বলিয়াছেন।

অসৎ বলিতে তিনি ইহাই বুঝাইয়াছেন যে—অসৎ অর্থাৎ অসাধুকে। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সর্বশাস্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর।।

এইজন্যই কথায় বলা হইয়া থাকে যে—সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। সেজন্যই ঠাকুর নরোত্তম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—সৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অসৎসঙ্গ করিলাম। সেজন্যই কর্মবন্ধ ফাঁস গলায় লাগিল। বিষয় বিষ সর্বদা খাইলাম, গৌরাঙ্গ কীর্তনে মন মজিল না। বৃথা কেন আমার প্রাণ রহিয়াছে। কেন আমার মৃত্যু হইল না।

১। পঁহু—প্রভু। ২। মৈনু—মরিলাম। ৩। প্রেম-রতন ধন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরত্নরূপ অমূল্য ধন। ৪। অধনে—স্ত্রী-পুত্র বিষয়াদি অনিত্য ধনে। ৫। ধন—নিত্যধন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল। ৬। তয়াগিনু—ত্যাগ করিলাম। ৭। তেকারণে—সেইজন্য। ৮। কর্মবন্ধ ফাঁস—কর্মবন্ধনরূপ দৃঢ় ফাঁস।

(৪৮)

অরুণ কমল দলে[১], শেজ[২] বিছাইব,
বসাইব কিশোর-কিশোরী।
অঢাকা[৩] আবৃত মুখ, পঙ্কজ মনোহর,
মরকত[৪] শ্যাম হেম গৌরী[৫]।।
প্রাণেশ্বরী! কবে মোরে হবে কৃপা দিঠি[৬]।
আজ্ঞায় আনিব কবে, বিবিধ ফুলবর[৭],
শুনব বচন দুঁহু মিঠি[৮]।।

মৃগমদ[৯] তিলক, সসিন্দুর বনায়ব[১০],
লেপব চন্দন গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতী ফুল, হার পহিরাওব[১১],
ধাওয়াব[১২] মধুকর বৃন্দে।
ললিতা কবে মোরে, বীজন[১৩] দেওয়ব,
বীজব মারুত মন্দে[১৪]।।
শ্রমজল সকল[১৫], মিটব দুঁহু কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে।।
নরোত্তম দাস, আশ পদ-পঙ্কজ[১৬],
সেবন মাধুরী পানে।
হোয়ব[১৭] হেন দিন, না দেখিয়া কিছু চিন[১৮],
দুঁহুজন হেরব নয়নে।।

ভাবার্থ— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিতেছেন—কবে আমি লালবর্ণের পদ্মে বিছানা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকিশোর এবং রাইকিশোরীকে বসাইব। অলকায় আবৃত মুখকমল মরকত শ্যাম হেমগৌরী দর্শন করিব। হে প্রাণেশ্বরি! কবে আমার প্রতি কৃপদৃষ্টি হইবে, শ্রীরাধাগোবিন্দের আদেশে বিবিধ ফুল দিয়া মালা গাঁথিয়া গলায় দিব, কবে দু'জনার মিষ্ট বচন শুনিব, শ্রীঅঙ্গে ভ্রমরা আসিয়া বসিলে, তাহাদের তাড়াইব, ললিতা সখী কবে আমাকে চামর ব্যজন করিতে আদেশ দিবেন। দু'জনার শ্রীঅঙ্গের ঘাম মুছাইব। নরোত্তম দাসের এই প্রার্থনা, কবে দোঁহাকার শ্রীচরণ-কমল সেবা করিব, যুগল রূপমাধুরী নয়নে দর্শন করিব।

১। অরুণ কমল দলে—লাল পদ্মের পাপড়িতে। ২। শেজ—শয্যা, বিছানা। ৩। অলকা—গণ্ডস্থলে লম্বিত কেশ। ৪। মরকত—মরকতমণি অর্থাৎ পান্না। ৫। হেমগৌরী—স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল গৌর অঙ্গ বিশিষ্টা শ্রীরাধা। ৬। দিঠি—দৃষ্টি। ৭। বিবিধ ফুলবর—নানাপ্রকার শ্রেষ্ঠ বা সুন্দর ফুল। ৮। মিঠি—মধুর, মিষ্ট। ৯। মৃগমদ—মৃগনাভি। ১০। সসিন্দুর বনায়ব—সিন্দুর সহ প্রস্তুত করিব। ১১। পহিরাওব—পরাইব। ১২। বীজন—চামর ব্যজন। ১৩। ধাওয়াব—তাড়াইব। ১৪। মন্দে—মৃদু মৃদু। ১৫। শ্রমজল সকল—কেলিবিলাস হেতু ক্লান্তি জনিত ঘর্মবিন্দু সকল। ১৬। আশ পদ-পঙ্কজ—শ্রীচরণ কমলে আশা। ১৭। হোয়ব—হইবে। ১৮। চিন—চিহ্ন।

(৪৯)

কুসুমিত বৃন্দাবনে[১], নাচত শিখিগণে[২],
পিককুল[৩] ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইব রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ কুটিরে।।

হরি হরি মনোরথ ফলিব[৪] আমারে।
দুঁহুক মন্থর[৫] গতি[৬], কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গভরি পুলক অন্তরে।।
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিত,
চিরুনী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল[৭] সব বিসারিয়া[৮] আঁচরব[৯],
বনাইব[১০] বিচিত্র কবরী।।
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ সুধাকর[১১]।।
নীল পটাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছাইব আপন চিকুরে[১২]।।
কুসুম কোমল দলে শেজ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর[১৩] আনি, মৃদু মৃদু বীজব,
হরনিত[১৪] দুঁহুক শরীরে।।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধা-রসে[১৫], তাম্বুল সুবাসে,
ভোখব[১৬] অধিক যতনে।।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুই দীনে কর অবধান।
রাধা-কৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম সখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনা করিতেছেন—নানাবিধ সুগন্ধি ফুলে আচ্ছাদিত বৃন্দাবনধামে ময়ূরসকল নৃত্য করিতেছে, কোকিলগণ এবং ভ্রমরসকল গুঞ্জন করিতেছে। সেখানে মনোহর নিকুঞ্জ কুটিরে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সখিগণের সহিত গাহিব। দু'জনার মৃদু এবং বক্রগতি কৌতুকে দর্শন করিব। সখিগণ পরিবৃত শ্রীরাধিকার আদেশে তাঁহার

কোঁকড়ানো কেশরাশি বিস্তার করিয়া আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিব। মৃগনাভি, চন্দন-কুঙ্কুমে তিলক করিয়া দিব। নীল পাটের শাড়ী সযতনে পরাইব, শ্রীচরণে রত্নখচিত নূপুর পরাইব। ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গাচরণ ধোয়াইয়া নিজের কেশ দ্বারা মুছাইয়া দিব। পদ্মফুলের পাপড়িতে শয্যা রচনা করিয়া রাধাগোবিন্দকে শয়ন করাইব। শ্বেতচামর দ্বারা ব্যজন করিব তাহাতে শ্রান্ত দেহ শীতল হইবে। সুবর্ণের কৌটায় কর্পূর তাম্বুল লইয়া দু'জনার বদনে দিব। তাঁহাদের মুখ কমলের অমৃত রস মিশ্রিত হইলে তাঁহারা সেই তাম্বুল ভক্ষণ করিবেন। হে শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, হে দীনবন্ধু লোকনাথ, আমার আবেদন শ্রবণ করুন। আমাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম সখিগণের করুণা দান করুন।

১। কুসুমিত বৃন্দাবনে—নানা পুষ্পে শোভিত বৃন্দাবনে। ২। শিখিগণে—ময়ূরসকল। ৩। পিককুল—কোকিলগণ। ৪। ফলিব—সফল হইবে। ৫। মন্থর—মৃদু এবং বক্র। ৬। গতি—গমন। ৭। কুটিল কুন্তল—কোঁকড়ান কুন্তলরাশি। ৮। বিসারিয়া—বিস্তার করিয়া। ৯। আঁচবর—আঁচড়াইয়া দিব। ১০। বনাইব—বাঁধিয়া দিব। প্রস্তুত করিব। ১১। সুধাকর—চন্দ্র। ১২। আপন চিকুরে—নিজের কেশ দ্বারা। ১৩। ধবল চামর—শ্বেত চামর। ১৩। হয়নিত—শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত। ১৪। অধর সুধারসে—অধর নিঃসৃত সুধারসের সহিত। ১৫। ভোখব—ভক্ষণ করিবে।

(৫০)

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।

গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাই-কানু করাব শয়ন।।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙা চরণ ধোয়াইব
মুছাইব আপন চিকুরে[১]।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল পুরি,
যোগাইব দুঁহুক[২] অধরে।।
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুঁহুক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব অতি,
দুঁহু অঙ্গ পুলক অন্তরে।।
মল্লিকা মালতী যুথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহাকার গলায়!
সোনার কটোরা[৩] করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোঁহাকার গায়।।
আর কবে এমন হব, দুঁহু মুখ নিরখিব,
লীলা-রস নিকুঞ্জ শয়নে।

শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে[৪], কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—হে শ্রীহরি! কবে আমার সে সুদিন আসিবে। যেদিন গিরিগোবর্দ্ধনের নির্জন ঘরে রাই-কানুকে শয়ন করাইব। কবে ভৃঙ্গারের জলে যুগল চরণ ধোয়াইয়া নিজের কেশ দ্বারা মুছাইয়া দিব। কবে সোনার কৌটায় কর্পূর তাম্বুল লইয়া বদন কমলে দিব, প্রিয় নর্মসখিগণ সঙ্গে কবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ সেবা করিব। কবে দুইজনের কোমল দৃষ্টি নয়নে দেখিব। কবে নানা ফুলে মালা গাঁথিয়া দোঁহাকার গলায় দিব এবং সোনার পাত্রে কর্পূর চন্দন লইয়া উভয়ের অঙ্গে দিব। আর কবে নরোত্তমের সেদিন হইবে, যেদিন শ্রীকুন্দলতা সখীর সঙ্গে লীলা রস পান করিব।

১। চিকুরে—কেশে। ২। দুঁহুক—উভয়ের। ৩। কটোরা—পাত্র বিশেষ। ৪। শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে—শ্রীকুন্দলতা নাম্নী শ্রীরাধার একজন নর্ম সখীর সহিত।

(৫১)

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে[১] ভরল[২], বৃন্দাবন সকল,
কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী।।
রাই-কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ লাবণি[৩], বৈদগধিখনি[৪] ধনি[৫],
মণিময় আভরণ অঙ্গে।।
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিবর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ[৬],
কোন সখী চামর ঢুলায়।।
পরাগে[৭] ধূসর স্থল, চন্দ্র করে[৮] সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর যোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলকে তনু ভরে।।
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ ইন্দু[৯],
অধরে মূরলী নাহি বাজে।।

হাস বিলাস রস, সরল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু[১০]।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন মোহন[১১] লীলা করু।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিতেছেন—কদম্ব তরুর শাখা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সারি সারি কদম্ব ফুল ফুটিয়াছে। তাহার সৌগন্ধে সকল বৃন্দাবন ভরিয়া গেল। ভ্রমরা-ভ্রমরী কেলি করিতেছে, রাই-কানু বিলাস করিতেছেন। আহা কি রূপ মাধুর্য্য, পরম রসজ্ঞ ধন্যা মণিময় অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়াছেন। শ্রীরাধার দক্ষিণ হস্ত শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করিয়া মধুর মন্থর গতিতে যাইতেছেন। তাঁহাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে সখিগণ পুষ্পবৃষ্টি করেছেন। কোনও সখী আবার চামর ব্যজন করিতেছে। পুষ্পরেণুতে লীলাস্থল ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তদুপরি চন্দ্রের কিরণে সুশীতল হইয়াছে, মণিময় বেদীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ হাত ধরা-ধরি করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করিতেছেন। সখিগণ মৃগনাভি, চন্দনসহ সুগন্ধিত পুষ্প বরিষণ করিতেছেন, কেলি প্রেমজনিত ঘর্মবিন্দু চন্দ্রমুখে শোভা পাইতেছে, অধরে মুরলীধ্বনি হইতেছে না। হাস্য-বিলাস রস এবং সরল মিষ্ট বচন শুনিয়া, নরোত্তমের মনোবাসনা পূর্ণ হইল।

১। পরিমলে—গন্ধে। ২। ভরল—ভরিয়া গেল। ৩। রূপ লাবনি—রূপ মাধুর্য্য। ৪। বৈদগধি খনি—পরম রসজ্ঞ। ৫। ধনি—সুন্দরী (এস্থলে ধন্যা)। ৬। ফুল বরিষণ—পুষ্পবৃষ্টি। ৭। পরাগে —রেণুতে। ৮। চন্দ্র করে—চন্দ্রের কিরণে। ৯। ইন্দু—চন্দ্র। ১০। ভরু—পূর্ণ হইল। ১১। লোচন মোহন—যাহা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, নয়নানন্দকর।

(৫২)

প্রাণেশ্বরি[১]! এবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে[২] তৃণ ধরি, অঞ্জলি[৩] মস্তকে করি,
এই জন নিবেদন করে।।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
তুয়া প্রিয় ললিতা আদেশে।
তুয়া প্রিয় নিজ সেবা, দয়া করি মোরে দিবা,
করি যেন মনের হরিষে।।
প্রিয় গিরিধর[৪] সঙ্গে, অনঙ্গ[৫] খেলন রঙ্গে,
ভঙ্গ বেশ[৬] করইতে সাধে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজপদ পঙ্কজে,
প্রিয় সহচরিগণ মাঝে।।

সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌসিক বসন[৭] নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হও তাঁর,
অনুক্ষণ থাকোঁ তাঁর সঙ্গে।।
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূরবাসিত গুয়া পান।
এ সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা অনুপাম।।
সখীর ইঙ্গিতে হবে, এ সব আনিব কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয়, ওই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে।।

ভাবার্থ— হে প্রাণবল্লভে শ্রীরাধা! এবার আমাকে করুণা কর, দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া, যুক্তকর মাথায় তুলিয়া এই দীন নরোত্তম এই নিবেদন করিতেছে। প্রিয় সখীগণ সঙ্গে আনন্দে সেবা করিব, হে শ্রীরাধে, তোমার প্রিয়সখী ললিতার আজ্ঞায়। তোমার প্রিয় সেবা কৃপা করি আমাকে দান কর, যেন মনের আনন্দে সেবা করিতে পারি। প্রিয় গিরিধারীর সহিত কন্দর্প-কেলি বিলাসে যে বসন খুলিয়া গিয়াছে তাহা পরাইব। নিজ চরণ পাদপদ্মে এই সেবা কাজে আমাকে নিযুক্ত কর। সুগন্ধি চন্দন, মণিমুক্তা খচিত আভরণ এবং পট্টবস্ত্র পরিয়া নানা রঙ্গে, এই সব সেবা যাঁহার তাঁহার আমি দাসী হইব। সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিব। সুবাসিত জল স্বর্ণভৃঙ্গারে লইয়া এবং কর্পূর বাসিত পান-সুপারীসহ ডালা সাজাইয়া নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য লইয়া, কবে সখীর ইঙ্গিতে আনিয়া যোগাইব। নরোত্তম দাস প্রার্থনা করিতেছেন, আমি যেন সেবার জন্য সখীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি।

১। প্রাণেশ্বরি—প্রাণবল্লভে শ্রীরাধা। ২। দশনেতে—দন্তেতে। ৩। অঞ্জলি—যুক্ত কর। ৪। গিরিধর—যিনি গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ। ৫। অনঙ্গ—কন্দর্প, কাম। ৬। ভঙ্গ-বেশ—কন্দর্প-কেলিবশতঃ যে বস্ত্র খুলিয়া গিয়াছে তাহা। ৭। কৌসিক বসন—পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়।

(৫৬)

আজি রসে বাদর[১] নিশি[২]।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী।।
শ্যামঘন বরিখয়ে[৩] প্রেম সুধা ধারা[৪]।
কোরে[৫] রঙ্গিনী রাধা বিজুরী[৬] সঞ্চার।।

প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বন্ধ।
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুমে ভেলী[৭] পঙ্ক।।
দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার।।

ভাবার্থ— ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—আজি প্রেমরসের অমৃত বর্ষণে সমস্ত বৃন্দাবনবাসী সকলেই পরমানন্দে বিভোর হইয়া সেই রস-সাগরে ভাসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘ ঘন বর্ষণে প্রেম সুধাধারা বর্ষণ হইতেছে। সেই শ্যামরূপ মেঘের কোলে অপূর্ব সৌন্দর্য্যময়ী রাধা থাকায় যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে। প্রেম রসে পথ পিচ্ছিল হইয়াছে যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। মৃগনাভি চন্দন কুঙ্কুমে পথ কর্দমাক্ত। দিগন্তহীন অকূল প্রেম-সমুদ্র তাহার কূল-কিনারা নাই। তাহাতে সাঁতার না জানা নরোত্তম ডুবিল।

১। বাদর—বর্ষা, বর্ষণ। ২। নিশি—রাত্রি। ৩। শ্যাম ঘন বরিষয়ে—শ্যামরূপ মেঘ ঘন বর্ষণ করিতেছে। ৪। প্রেম সুধাধারা—প্রেমরূপ সুধাধারা। ৫। কোরে—কোলে, ক্রোড়ে। ৬। বিজুরী—বিদ্যুৎ, বিজলী। ৭। ভেল—হইল। ৮। প্রেমের পাথার—প্রেমের সাগর।

(৫৪)

হেন হে নাগরবর, শুনহে মুরলীধর,
নিবেদন করি তুয়া পায়[১]।
চরণ নখর মণি[২], যেন চাঁদের গাঁথনি,
ভাল শোভে আমার গলায়।।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, যবে বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মন বলে সঙ্গে যাই, গুরুজনের ভয় পাই,
আঁখি রহে তুয়া পানে চাহিয়ে।।
তুয়া বঁধু! পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে,
এলাইলে[৩] কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন শালাতে যাই, তুয়া বঁধু! গুণ গাই,
ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি।।
মণি নও মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিয়া রও,
ফুল নও যে কেশে করি বেশে।
নারী না করিও বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লৈয়া বেড়াতাম দেশে দেশে।।

অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখাইতাম,
ঘামিয়া পড়িত তুয়া পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি পূরাবে সাধ আমায়।।
নরোত্তম দাস কয়, শুন ওহে দয়াময়,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে[৪], আমার পরাণ যাবে,
সেই দিন দিও পদছায়া[৫]।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন—ওহে নাগরবর, মুরলীধর, তোমার শ্রীচরণে আমার এই নিবেদন। তোমার পরমোজ্জ্বল চরণ নখর যেন সারি সারি চন্দ্র। তাহা আমার গলায় ভাল শোভা পায়, শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে যখন তুমি গোষ্ঠে যাও, তখন আমি দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকি, মন তোমার সঙ্গে যেতে চায়, কিন্তু গুরুজনদের ভয় পাই, তাই তোমার পানে চাহিয়া থাকি। তোমাকে মনে পড়িলে এলায়িত কেশ বাঁধিতে ভুলিয়া যাই, রন্ধন শালায় তোমার গুণকীর্তন করি, এবং ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদি। মণি-মাণিক হইলে আঁচলে বাঁধিয়া রাখিতাম, ফুল হইলে মাথার কেশে রাখিতাম। যদি নারী না হইতাম তোমায় লইয়া দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াইতাম, যদি অগুরু চন্দন হইতাম, তবে তব শ্রীঅঙ্গে মাখাইতাম, ঘাম হয়ে তোমার চরণে পড়িতাম। আমি বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে চাহিতেছি, একি আমার দুরাশা। তাই নরোত্তম দাস রাধাভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—ওহে প্রভু দয়াময়! তুমি আমার প্রতি দয়া কর। যেদিন আমার এই প্রাণ যাইবে, সেইদিন তোমার শ্রীচরণের ছায়া আমাকে দিও।

১। তুয়া পায়—তোমার চরণে। ২। চরণ নখর মণি—তোমার শ্রীচরণের নখরগুলি মণিমাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল। ৩। এলাইলে—খুলিয়া গেলে। (এগুলি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।) ৪। তোমার ভাবে—তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে। ৫। দিও পদছায়া—শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিও।

(৫৫)

হরি বলবো আর মদনমোহন হেরব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে চলবো গো।।
যাবো গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গো গোপিকার নূপুর,
তাঁদের চরণে মধুর মধুর বাজবো গো।
বিপিনে[১] বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা[২],
তাঁদের চরণের ধূলা মাখবো গো।।

রাধা-কৃষ্ণের রূপ-মাধুরী, হেরব দু'নয়ন ভরি,
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রইবো গো।
ব্রজবাসী তোমরা সবে, এই অভিলাষ পূরাও এবে,
আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনবো গো।।
এ দেহ অন্তিম কালে, রাখবো যমুনার জলে,
জয় রাধা গোবিন্দ বলে ভাসবো গো।
কহে নরোত্তম দাস, না পূরিল অভিলাষ,
আর কবে ব্রজবাস করবো গো।।

ভাবার্থ— নরোত্তম ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। 'হরি হরি' বলিয়া ব্রজের পথে পথে ঘুরিব আর মদনমোহনকে দর্শন করিব। কবে গোপীগণের নূপুর হইয়া তাঁহাদের চরণে বাজিব। বনে রাখালগণের চরণধূলি অঙ্গে মাখিব। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মাধুর্য্যময় রূপ দু'নয়ন ভরিয়া দেখিব এবং নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী হইয়া রহিব। হে ব্রজবাসিগণ! তোমরা আমার এই আশা পূর্ণ কর। আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া, অন্তিম সময়ে এই দেহ যমুনার জলে ভাসিবে। হায় হায়, নরোত্তম দাসের আশা কবে পূর্ণ হইবে এবং ব্রজবাসী হব।

১। বিপিনে—বনে। ২। রাখালের মেলা—রাখালসমূহ।

(৫৬)

প্রভু হে! এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ[১] দেখি, সফল করিব আঁখি[২],
এই বড় মনের বাসনা।।
নিজ পদ সেব দিবা, নাহি মোরে উপেক্ষিবা[৩],
দুঁহু পঁহু করুণা সাগর।
দুঁহু বিনু নাহি জানোঁ[৪], এই বড় ভাগ্য মানোঁ[৫],
মুই বড় পতিত পামর।।
ললিতা আদেশ পাইয়া, চরণ সেবিব যাইয়া,
প্রিয় সখী সঙ্গে হর্ষ মনে।
দুঁহু দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে।।
পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা[৬],
দূরে যাবে এ সব বিফল[৭]।

নরোত্তম দাস কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সফল সকল।।

ভাবার্থ— নরোত্তম ঠাকুর কাতর প্রার্থনা করিতেছেন—হে প্রভু! এবার আমাকে কৃপা কর। যেন চরণ যুগল দর্শন করিয়া নয়ন সফল করিব, এই আমার মনের বাসনা, আমাকে উপেক্ষা না করিয়া চরণ সেবার অধিকার দান করুন, তোমাদের ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না, এই আমার ভাগ্য মনে করি, আমি অধম পতিত পামর। কবে ললিতা সখীর আদেশে চরণ সেবা করিব। হে দাতার শিরোমণি শ্রীরাধাগোবিন্দ! আমাকে দীন হীন মনে ভাবিয়া নিকটে চরণ দান করিবেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ পাইয়া মনের বেদনা দূর হইবে, মনের দুর্বাসনাদি দূর হইবে, নরোত্তম দাসের এই বাসনা সিদ্ধ হইলে দেহ প্রাণ সফল হইবে।

১। যুগল চরণ—শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের যুগল চরণ। ২। সফল করিব আঁখি—নয়ন সফল করিব। ৩। উপেখিবা—অবহেলা করিও না। ৪। জানোঁ—জানি। ৫। মানোঁ—মানি। ৬। মনের ঘা—মনের বেদনা। ৭। সব বিফল —সর্বপ্রকার দুর্বাসনা।

(৫৭)

প্রাণেশ্বর![১] নিবেদন এই জন করে।
গোবিন্দ গোকুল চন্দ্র[২], পরম আনন্দ কন্দ[৩],
গোপীকুল প্রিয় দেখ মোরে।।
তুয়া প্রিয় পদসেবা, এই বর মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি[৪]।
পরম মঙ্গল যশ[৫], শ্রবণে[৬] পরম রস,
করি কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি।।
দারুণ সংসার গতি, বিষয়েতে লুব্ধ[৭] মতি,
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জড় তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে।।
মোর মত অধম জনে, দয়া কর নিজগুণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌর ধাম,
নরোত্তম লইল শরণে।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে প্রাণেশ্বর! আমার এই নিবেদন। হে শ্রীগোবিন্দ গোকুলের চন্দ্রস্বরূপ! পরমানন্দের মূল, হে গোপীকুল প্রিয়

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তোমার শ্রীচরণ সেবা আমাকে ভিক্ষা দাও, তুমি যে করুণা সাগর। তোমার মঙ্গলময় গুণকীর্তন শ্রবণে প্রাণ জুড়ায়। সংসারের গতি অতি দারুণ, সর্বদা বিষয়ের প্রতি মন লোভী এবং তোমাকে বিস্মরণের শেল বুকে বাজিতেছে। দেহ মন জড়বৎ অচেতন, দুঃখভাবে জীবন্মৃত হইয়া আছে। নিজগুণে আমার মত অধম ব্যক্তিকে শ্রীচরণের দাস করিয়া বৃন্দাবনে রাখ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু গৌরাঙ্গ : নরোত্তম তোমার রাঙা চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

১। প্রাণেশ্বর—একমাত্র শ্রীভগবানকে বুঝাইতেছে। ২। গোকুলচন্দ্র—গোকুলের চন্দ্র স্বরূপ। ৩। পরম আনন্দ কন্দ—পরমানন্দের মূল স্বরূপ। ৪। নিধি—সাগর। ৫। মঙ্গল যশ – মঙ্গলময় যশোকীর্তন। ৬। শ্রবণে—কর্ণে। ৭। লুব্ধ—লোভী।

(৫৮)

হরি হরি, কি মোর করম[১] অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, না সেবিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের[২] সম্বন্ধ।।
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
তা সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
মোর কিসে পূরিবেক[৩] সাধ।।
গৌর গোবিন্দ লীলা[৪], শুনিলে গলায় শিলা,
না ডুবিল তাহে মোর চিত।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যে রচিল চৈতন্যচরিত।।
তাঁহার ভক্তের সঙ্গ, তার সঙ্গে যাঁর রঙ্গ,
তাঁর সঙ্গে না কৈনু বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।।

ভাবার্থ— ঠাকুর বলিতেছেন— আমার কর্ম কি মন্দ, ব্রজে রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ অর্ধতিলও সেবা করিলাম না, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানুরাগের সম্বন্ধও বুঝিতে পারিলাম না। স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ, তাঁহাদের চরণপদ্মও সেবা করিলাম না, আর কিসে আমার আশা পূর্ণ হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীগোবিন্দের লীলাগান, যাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়, তাহাতে আমার চিত্ত ডুবিল না। যিনি চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করিয়াছেন, এবং ভক্তগণ মধ্যে যিনি রসিক চূড়ামণি সেই কৃষ্ণদাস

কবিরাজের ভক্তের সহিতও বাস করিলাম না। কি আমার দুঃখের কথা, বৃথা জীবন কাটাইলাম, নরোত্তম তোমাকে ধিক্ ধিক্, শত ধিক্।

১। করম—কর্ম। ২। রাগের—শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগের। ৩। পূরিবেক—পূর্ণ হইবে। ৪। গৌর-গোবিন্দলীলা—শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীগোবিন্দের লীলাগান।

(৫৯)

সকলের সার[১] হয় বৈষ্ণব গোঁসাই।
ভবনদী[২] তরাইতে আর কেহ নাই।।
যাঁহারে করেন কৃপা বৈষ্ণব গোঁসাই।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পায় ইথে[৩] অন্য নাই[৪]।।
এমন বৈষ্ণব পদ যেই নাহি ভজে।
জপ তপ কৈলে সেহো[৫] নরকেতে মজে।।
এমন বৈষ্ণব সদা কৃপা কর মোরে।
নরোত্তম কহে মোর তার ভব ঘোরে।।

ভাবার্থ— ঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন—বৈষ্ণব গোঁসাই হইল সকলের সার বস্তু। এই ভবনদী হইতে ত্রাণ করিবার আর কেহ নাই। বৈষ্ণব গোঁসাই যাঁহাকে করুণা করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন, ইহাতে কোনরূপ অন্যথা নাই। এইরূপ বৈষ্ণবের শ্রীচরণ যে ভজনা না করিয়া জপ তপ করিলে তাহার নরকবাস হয়। এইরূপ বৈষ্ণব আমাকে সর্বদা কৃপা কর এবং আমাকে এই ভবের ঘূর্ণিপাক হইতে উদ্ধার কর।

১। সার—শ্রেষ্ঠ ২। ভবনদী—ভব অর্থাৎ সংসাররূপ নদী। ৩। ইথে—ইহাতে। ৪। অন্য নাই—অন্যথা নাই। ৫। সেহো—সে।

(৬০)

হেদে রে পামর মন[১], সাধু সঙ্গ কর ভাল হৈয়া[২]।
এ ভব তরিয়া যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
নিতাই চৈতন্যের গুণ গাইয়া।।
চৌরাশী লক্ষ জন্ম, এমন করিয়া ভ্রম,
ভুলিয়াছ দুর্লভ জন্ম পাইয়া।
মহান্তের দায় দিয়া, ভক্তি পথ না চিনিয়া,
বৃথায় জনম গেল বৈয়া[৩]।।
মাকালের ফল লাল, দেখিতে সুন্দর ভাল,
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া।
মনোমুদ্রা করি বেশ, ভজনের নাহি লেশ,
ফিরি মুঞি[৪] লোক দেখাইয়া।।

চন্দন তরুর পাশে, যত বৃক্ষ লতা থাকে,
মন মোহে[৫] বাতাস লাগিয়া।
মাধবী মালতি সার, তার মধ্যে মুঞি ছার,
বড়ই কুটিল মোর হিয়া।।
নরোত্তম দাসে বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে[৬],
মোর হবে কেমন উপায়।
গুরু পদে নাহি মতি, বৈষ্ণবে না হৈল রতি,
মোর জন্ম হইল বৃথায়।।

ভাবার্থ— ওরে আমার পাপী মন, তুমি ভাল হইয়া অর্থাৎ সৎ হইয়া সাধুসঙ্গ কর। তাহা হইলে এই ভবসাগর পার হইয়া যাইবে, মহানন্দ সুখ লাভ করিবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর গুণকীর্তন করিয়া। চুরাশী লক্ষবার জন্মগ্রহণ করিয়া বেড়াইয়াছ, এই দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ। নানাপ্রকার দায় দেখাইয়া, ভক্তিপথ চিনিতে না পারিয়া তোর বৃথায় জন্ম বহিয়া গেল। যেমন মাকাল ফল লাল এবং দেখিতেও সুন্দর, কিন্তু ভাঙ্গিলে লোকে তাহাকে দূরে ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ সাধু সাজিয়া লোক দেখাইয়া ভ্রমিতেছি, কিন্তু ভক্তির লেশ মাত্র আমাতে নাই। চন্দন বৃক্ষের কাছে যত বৃক্ষ লতা থাকে, বাতাস লাগিয়া সবাকার মনমোহিত করে, মাধবী মালতী প্রভৃতি সার পুষ্পের মধ্যে আমি ছার। অত্যন্ত কুটিল হৃদয় আমার। কারণ আমি সাধু-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিলাম না। নরোত্তম ঠাকুর সেজন্য কাতর ভাবে বলিতেছেন—আমি সৎ ত্যাগ করিয়া অসতে ভুলিয়াছি, আমার কি উপায় হইবে। শ্রীগুরু চরণে আমার মতি হইল না, সাধু বৈষ্ণবে রতি হইল না, বৃথাই আমার জন্ম গেল।

১। পামর মন—পাপাচারী মন। ২। ভাল হৈয়া—সৎ হইয়া, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া। ৩। বৈয়া—বহিয়া গেল। ৪। ফিরি মুঞিও—আমি ভ্রমণ করিতেছি। ৫। মন মোহে—মন মোহিত করে। ৬। অসৎ ভোলে—অসতে মজিয়া।

(৬১)

দেবলোক পিতৃলোক, পায় তারা নানা সুখ,
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ।
যুগল ভজয়ে যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
তাহার নিছনি[১] ত্রিভুবন।।
পৃথক আবাস যোগ, দুঃখ-বিষয় ভোগ,
ব্রজরাজ গোবিন্দ সেবন।

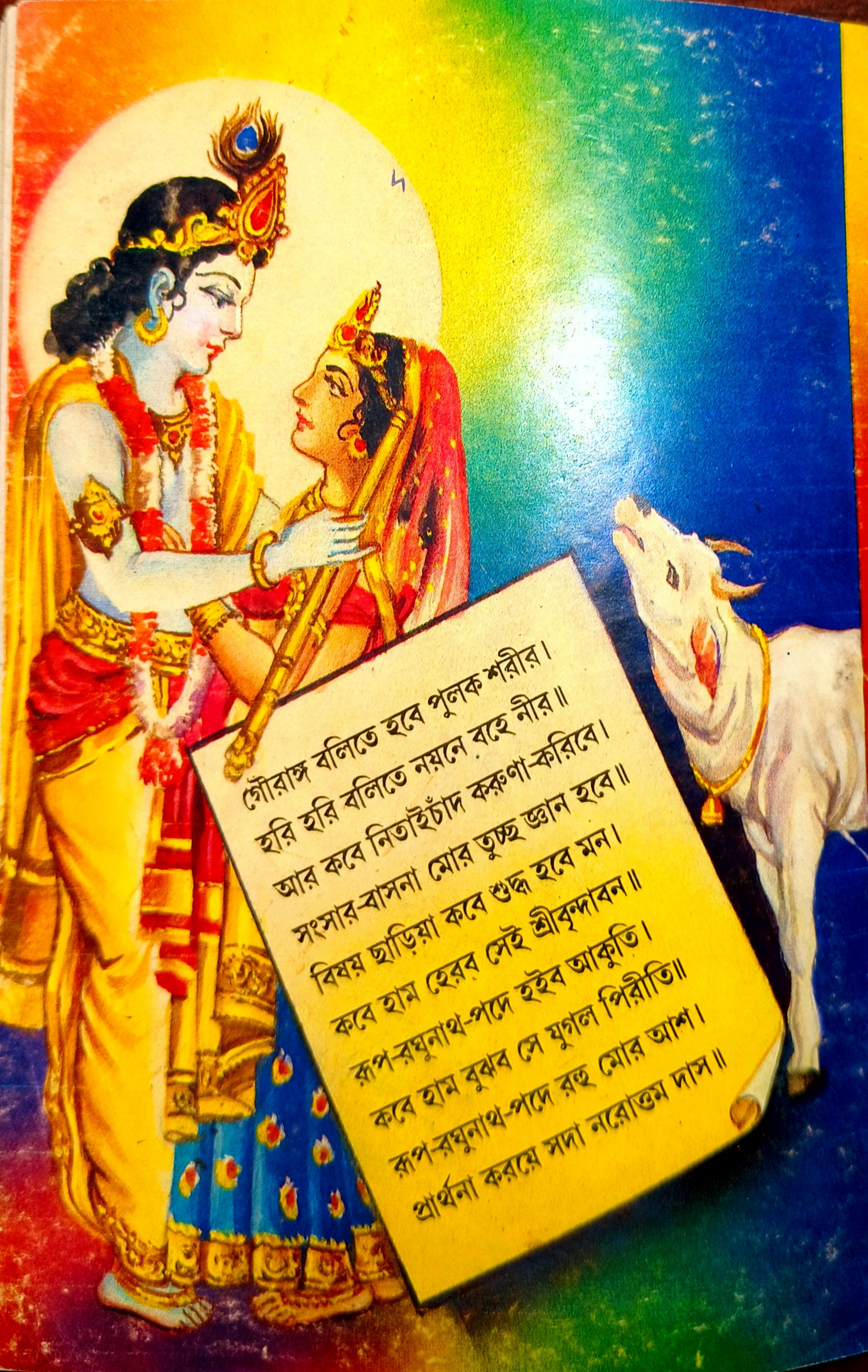
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ নাম সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজলোক সঙ্গে অনুক্ষণ।।
সদা সেবা অভিলাষ, মনেতে করি বিশ্বাস.
সদাকাল হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তম দাস বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে,
পরিত্রাণ কর মহাশয়।।

ভাবার্থ—দেবলোক পিতৃলোকে সুখে থেকে সাধুবাদ করিলে কোন ফল হইবে না। যদি যুগলে মতি-রতি না হয়। ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ শ্রীরাধা কৃষ্ণচরণে প্রেম-ভক্তিবাদ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত কোন বাসস্থান, বাসোপযোগী নহে। যেখানে কৃষ্ণনাম হয়, সেই স্থান ব্রজধাম তুল্য। তাতেও আসে মহানন্দ এবং হৃদয়ে পুলক জাগে। মনে বিশ্বাস রেখে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' জ্ঞানে ভগবানে আসক্তিবান হইলেই চিরকাল নির্ভয়ে ও শান্তিতে কাটানো অবশ্যই সম্ভব। আমি না জেনে, না বুঝে হরিভক্তি লেশহীন অসৎ আশ্রয়ে পতিত হইয়াছি। হে ঠাকুর! অধমকে ত্রাণ করিবার জন্য হাত বাড়াও।

১। নিস্থনি—বাসস্থান, গতি।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বিরচিত প্রার্থনা সম্পূর্ণ।

।। সমাপ্ত।।


গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা-করিবে।
সংসার-বাসনা মোর তুচ্ছ জ্ঞান হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইব আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥